POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

আল্লাহ্‌র বাণী

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا
اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا
لِذُنُوْبِهِمْ ۫ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ ۫
وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ○

এবং যাহারা যখন কোন অশ্লীল কার্য করে অথবা নিজেদের উপর জুলুম করে, তাহারা স্মরণ করে আল্লাহকে এবং ক্ষমাপ্রার্থনা করে নিজেদের অপরাধসমূহের জন্য -এবং কে অপরাধ ক্ষমা করিতে পারে আল্লাহ ব্যতিরেকে- এবং তাহারা যা করে, জানিয়া শুনিয়া উহাতে (কায়েম থাকিতে) জিদ ধরে না।

(আলে ইমরান:১৩৬)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 4

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 40

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 3 অক্টোবর, 2019 3 সফর 1441 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

খোদা তা'লার শক্তি না কখনও শ্রীয়মান হয়, না তিনি ক্লান্ত -পরিশ্রান্ত হন।
তাঁর মর্যাদার মাহাত্ম্য এভাবে বর্ণিত হয়েছে-

وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ اور اَفَعَيِيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ

মানুষের বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি যতই উন্নত হোক, আল্লাহ্ তা'লার অসীম শক্তি ও কর্মকাণ্ডকে তা আয়ত্ব করতে পারবে না, তাকে পরাজয় স্বীকার করতেই হবে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

দেখ, আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে শূক্রাণু বিন্দু থেকে সৃষ্টি করেছেন। একথা মুখে উচ্চারণ করা খুবই সোজা, আপাতঃদৃষ্টিতে নিতান্ত সাধারণ বিষয় বলে প্রতীতি জন্মে। কিন্তু শূক্রাণুর একটি বিন্দু থেকে মানুষকে সৃষ্টির করার মধ্যে এক নিগূঢ় রহস্য রয়েছে, আর এর মধ্যে আল্লাহ তা'লা এক বিস্ময়কর শক্তি নিহিত রেখেছেন। মানুষের চিন্তাশক্তি কি এর গভীরে পৌঁছতে সক্ষম? প্রকৃতিবাদী এবং দার্শনিকরা আপ্রাণ চেষ্টা করেও এই বিস্ময়ের কিনারা করে উঠতে পারে নি। অনুরূপভাবে প্রতিটি অনু-পরমাণু খোদা তা'লার অধিনস্ত। আল্লাহ্ তা'লা এই বাহ্যিক নিয়মকে অপরিবর্তিত রেখেও অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শনে সমর্থ। অন্তদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষেরা এবিষয়টি দেখে এবং উপভোগ করে। অনেক মানুষ এমনও আছেন যারা তুচ্ছ বিষয়ের উপর আপত্তি উত্থাপন করে সংশয়ে নিপতিত হয়। যেমন-ইব্রাহিম (আ.)কে আগুন দগ্ধ করে নি। এই ঘটনাটিও 'শাক্কুল কামার'-এর ঘটনার সমপর্যায়ভুক্ত। খোদা তা'লা ভালভাবে জানেন, কোন সীমা পর্যন্ত আগুন দগ্ধ করতে পারে আর কোন্ কোন্ উপকরণে তা প্রশমিত হয়। অগ্নিদহনকে প্রতিহত করে এমন উপকরণ যদি আবিষ্কৃত হয়, তবে মানুষ তা অনায়াসেই গ্রহণ করবে। কিন্তু এমতাবস্থায় অদৃশ্যে ঈমান আনা এবং খোদা সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করার বিষয়টি কিভাবে প্রকাশ পেত? আমি কখনও একথা বলিনি যে খোদা উপকরণ সৃষ্টি করেন না, কিন্তু কিছু উপকরণ স্পষ্ট, অপরদিকে কিছু অস্পষ্ট উপকরণও রয়েছে। মোটকথা এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে খোদার ক্রিয়াকাণ্ডের বিচিত্র রূপ রয়েছে। খোদা তা'লার শক্তি কখনও শ্রীয়মান হয় না, তিনি ক্লান্ত -পরিশ্রান্ত হন না। তাঁর মর্যাদার মাহাত্ম্য এভাবে বর্ণিত হয়েছে-

وَ هُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ (يٰس:80) اَفَعَيِيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ (قٓ:16)

মানুষের বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি যতই উন্নত হোক, আল্লাহ্ তা'লার অসীম শক্তি ও কর্মকাণ্ডকে তা আয়ত্ব করতে পারবে না, তাকে পরাজয় স্বীকার করতেই হবে।

একটি ঘটনা আমার স্মরণে আছে, যেটি সম্পর্কে ডাক্তারগণ ভালভাবে অবগত আছেন। আব্দুল করীম নামে জনৈক ব্যক্তি আমার কাছে চিকিৎসার জন্য আসে যার দেহের অভ্যন্তরে একটি টিউমার ছিল যা ক্রমশ তার গুহ্যদ্বারের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। ডাক্তারগণ এটিকে নিরাময়যোগ্য নয় বলে ঘোষণা দেয় এবং তার জন্য গুলিবিদ্ধ হয়ে স্বেচ্ছামৃত্যুকে বরণ করাকে শ্রেয় জ্ঞান করে। মোটকথা এইধরণের অসংখ্য ব্যাধি রয়েছে যেগুলির প্রকৃতি সম্পর্কে ডাক্তাররা সম্যক অবগত হতে পারে না। যেমন-প্লেগ কিম্বা আন্ত্রিক এমনই ব্যাধি যে কোনও ডাক্তারকে যদি প্লেগের ডিউটিতে নিযুক্ত করা হয় তবে সে নিজেই কলেরায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে। মানুষ যতদূর সম্ভব জ্ঞানার্জন করুক, কিম্বা দর্শনের তাৎপর্য উদ্ধারে মগ্ন হোক, অবশেষে সে এই সত্য উপলব্ধি করবে যে কিছুই অর্জন করা হয় নি। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, সমূদ্রের তীরে বসে থাকা একটি ক্ষুদ্র পক্ষী জল পান করার সময় যতুটুকু তার ঠোঁটদুটি সিক্ত হয়, মানুষ ঐশী বাণী ও কর্মকাণ্ডের তত্ত্বজ্ঞান ও নিগূঢ় রহস্য থেকে ঠিক ততটা পরিমাণ জ্ঞানের অংশ পায়। তবে কেন তুচ্ছ মানুষ ও নির্বোধ দার্শনিকের দল নিজেদের অপূর্ণ জ্ঞান নিয়ে এমন দাম্ভিক হয়ে খোদার অলৌকিক ক্রিয়া 'শাক্কুল কামার (চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার নিদর্শন) -এর উপর অযথা আপত্তি উত্থাপন করে এবং এটিকে প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করে! আপত্তি করো না, এমন দাবি আমি করছি না। অবশ্যই কর, সানন্দে কর, কিন্তু দুটি বিষয় মাথায় রেখো! প্রথমত, খোদা ভীতি। দ্বিতীয়ত বড় বড় দার্শনিকরাও অবশেষে স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, আমরা অজ্ঞ। মানুষের বোধশক্তি চূড়ান্ত বিন্দুতে উপনীত হলেও অবশেষে তা চূড়ান্ত অজ্ঞতায় পর্যবসিত হয়। যেমন- ডাক্তারগণ যদিও অপটিক নার্ভ সম্পর্কে ভালভাবে জানেন এবং খুঁটিনাটিও বোঝেন, কিন্তু তাদের কাছে আলোর প্রকৃতি এবং এর গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে জানতে চেয়ে দেখ তো! শব্দের প্রকৃতি সম্পর্কে জানতে চাইলে বলবে কানের পর্দা এই এই উপায়ে কাজ করে, কিন্তু এর প্রকৃতি বা উপাদান সম্পর্কে কিছুই বলতে পারবে না। আগুনের উত্তাপ এবং পানির শীতলতার কারণ জিজ্ঞাসা করলেও উত্তর দিতে পারবে না। বস্তুর অভ্যন্তরে থাকা উপাদান সম্পর্কে রহস্য উদ্ঘাটন করা চিকিৎসাশাস্ত্রী বা দার্শনিকের কর্ম নয়। দেখ! আমাদের চেহারা আয়নায় প্রতিবিম্বিত হয় ঠিকই, কিন্তু আমাদের মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না বা বাহ্যিকভাবে আয়নার মধ্যে প্রবেশ করে না। আমরা দৈহিকভাবে অক্ষত থেকেও আমাদের চেহারা আয়নায় প্রতিবিম্বিত হয়। অতএব, স্মরণ রেখো! আল্লাহ্ তা'লা ভালভাবে জানেন, চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হলেও বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের নিয়মের মধ্যে কোন তারতম্য ঘটবে না। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এই বিষয়গুলি বিভিন্ন বস্তুর বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে। আর কে-ই বা সমস্ত কিছুর রহস্য-পরিজ্ঞাত হওয়ার দাবি করতে পারে! কাজেই, খোদা তা'লার বিস্ময় ও অলৌকিক নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যানে ত্বরাপ্রবণ হওয়া ধৈর্যহীনতা এবং অজ্ঞতারই পরিচয় বহন করে। (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৭৬)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

২০১৮ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর যুক্তরাষ্ট্র সফর

২৪ শে অক্টোবর আমেরিকায় পদার্পণ
হিউস্টন

২৫ শে অক্টোবর হ্যারিস কাউন্টির কমিশনার জ্যাক কাগেল সাহেব হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আসেন। কমিশনার সাহেব জিন্না টুপি পরিহিত ছিলেন যা তিনি তাঁর বন্ধু নাসের হাফিয মালিক সাহেবের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি বলেন, টুপি আমার মাথায় বেশ মানাচ্ছে, তাই এই টুপিটি আমি রেখে দিতে চাই। যা শুনে হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনি টুপিটি রেখে দিন, নাসের সাহেব অন্য একটি টুপি নিয়ে নিবেন।

কমিশনার সাহেব বলেন, আমি জেনেছি যে হুযুর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করতে থাকেন। আপনি এত ভ্রমন এবং কাজের মধ্যে কিভাবে বিশ্রাম করেন? আমার কার্যবাহক এমনভাবে আমার কর্মসূচি তৈরী করে যাতে আমি বিশ্রাম পাই।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমার লোকজন কর্মসূচি তৈরী করলে হয়তো আমাকে একেবারেই বিশ্রামের সুযোগ দিবে না, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমি নিজেই শিডিউল তৈরী করি আর বিশ্রামের জন্য সময় বের করে রাখি।

আমি আপনাকে জিন্নাহ পরে আসতে দেখে ভেবেছিলাম আপনি হয়তো আহমদী, আমার সঙ্গে সাক্ষাত করতে এসেছেন।' কমিশনার সাহেব বলেন, নির্বাচন হতে মাত্র এক সপ্তাহ সময় আছে, কিন্তু হুযুর আনোয়ারের আগমণ সংবাদ শুনে সাক্ষাতের সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইছিলাম না।' সবশেষে তিনি হুযুর আনোয়ারের নিকট দোয়ার আবেদন জানান এবং সাক্ষাতের জন্য সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানান।

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে মার্কিন কংগ্রেস সদস্য মাইকেল ম্যাক কউল সাহেবের সাক্ষাত।

তাঁর সঙ্গে ছিলেন অফিসের দুইজন পদাধিকারী- প্রেস সেক্রেটারী এবং মহাসচিব।

কংগ্রেস ম্যান বলেন, আমরা হুযুর আনোয়ারকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমার একথা জানাতে আনন্দ হচ্ছে যে আমার অফিসের যোগাযোগের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রালয় এবং প্রশাসন ব্যবস্থা হুযুরের সফর উপলক্ষ্যে বিশেষ সহযোগিতা করার বিষয়ে আশ্বস্ত করেছে। এটি হুযুর আনোয়ারের মর্যাদানুরূপ পদক্ষেপও বটে, কেননা তিনি উগ্রপন্থার বিরোধীতা করেন এবং এর এর বিরুদ্ধে সরব হন। বিশ্বে ন্যায়পরায়ণতা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার তিনি ধ্বজাবাহক।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনি যে চিন্তাধারা ব্যক্ত করেছেন, তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আমি তো ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাই বর্ণনা করে থাকি। অধুনা চরমপন্থী ও সন্ত্রাসীরা যে সব কর্মকাণ্ডে লিপ্ত, তার সঙ্গে প্রকৃত ইসলামি শিক্ষার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। ইসলামের অর্থই হল শান্তি, নিরাপত্তা।

আঁ হযরত (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, শেষ যুগে একজন সংস্কারকের আবির্ভাব ঘটবে, যিনি ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করবেন এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে মানুষকে অবগত করবেন। আঁ হযরত (সা.)-এ সেই ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারেই জামাতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার স্বরূপ জগতের সমক্ষে উন্মোচিত করেছেন। আজ জামাত আহমদীয়া ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা, শান্তির শিক্ষা সর্বত্র প্রচার করছে। আমরা বিরুদ্ধবাদীদের আপত্তিসমূহের উত্তর দেওয়ার জন্য কোনও অস্ত্র প্রয়োগ করি না। বরং, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা এবং অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ প্রয়োগ করে থাকি এবং এরই মাধ্যমে ইসলামের বিরুদ্ধে আক্রমণকে প্রতিহত করি।

এরপর কংগ্রেস ম্যান উগ্রবাদ এবং সন্ত্রাসবাদের পক্ষ থেকে হওয়া কর্মকাণ্ডের কথা উল্লেখ করেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, মানুষের কট্টরপন্থী হওয়ার পিছনে কারণে আছে। নামধার মুসলমান উলেমারা তাদেরকে এমন ভ্রান্ত শিক্ষা দেয় যার সঙ্গে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। সেই শিক্ষা কুরআনেও নেই, আর নবী করীম (সা.)-এর বাহ্যিক আচারআচরণ থেকেও প্রমাণ হয় না। এই ভ্রান্ত শিক্ষাই তাদেরকে উগ্রপন্থীতে পরিণত করে। প্রথমত, উৎকৃষ্টমানের শিক্ষার অভাব মানুষকে মোল্লাদের পিছনে পরিচালিত করছে, আর যারা শিক্ষিত, তাদের মধ্যেও ধর্মীয় শিক্ষার অভাব প্রকট। তারাও মোল্লাদের সব কথা মেনে তাদের পিছনেই চলে।

দ্বিতীয়ত, আর্থিক অসচ্ছলতা এবং বেকারত্বও উগ্রবাদ প্রসারের সুযোগ তৈরী করে। এর একমাত্র সমাধান হল মুসলমানদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনি কিন্তু আহমদীদের মধ্যে উগ্রবাদের দিকে আকৃষ্ট হওয়ার প্রবণতা দেখতে পাবেন না। কারণ, আহমদীরা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। এইজন্য তারা ধর্মীয় কট্টরবাদের শিকার হয় না। পৃথিবীর যে কোন দেশে বসবাসরত আহমদীদের চরিত্র, চাল-চলন একই প্রকারের। কেননা তারা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার অনুশীলনকারী।

কংগ্রেসম্যান উগ্রবাদ এবং সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জামাত আহমদীয়ার ভূমিকার গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন,"মুসলিম বিশ্বে হুযুর আনোয়ারই প্রকৃত নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। আমি চাই, সমস্ত মুসলমান হুযুরের নির্দেশ শুনুক, বুঝুক এবং তা কর্মযোগে প্রয়োগ করুক।" যা শুনে হুযুর আনোয়ার বলেন, " উগ্রবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের শেষ আমাদের জীবনে হয়তো দেখা হবে না, কিন্তু আগামী প্রজন্ম হয়তো এর সমাধান দেখতে পাবে।

গোয়েতেমালায় হাসপাতাল স্থাপনা এবং এর উদ্বোধন নিয়ে কথা হলে হুযুর আনোয়ার বলেন, "আমরা সেখানে এই হাসপাতালটি কেবল মানুষের সেবার উদ্দেশ্যে তেরী করেছি। সেখান থেকে কোন অর্থ উপার্জন করতে চাই না। আমরা আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে হাসপাতাল তৈরী করেছি। বহু স্কুল খুলেছি যেখানে জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সকলে শিক্ষা লাভের সুযোগ পায়।

এখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আগমণের হেতু সম্পর্কে জানতে চাইলে হুযুর আনোয়ার বলেন: তিনটি মসজিদের উদ্বোধন অনুষ্ঠান ছিল। এছাড়া গোয়েতেমালায় একটি হাসপাতাল উদ্বোধন অনুষ্ঠান ছিল, আর এখানে নিজের কমিউনিটির মানুষের সঙ্গে এবং আপানাদের মত গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাত করার ইচ্ছে ছিল।

কংগ্রেস ম্যান জামাত আহমদীয়া 'ক্যাকাস' -এর কথা উল্লেখ করলে হুযুর আনোয়ার তাঁর কাছে জানতে চান, 'আপনি কি সেখানকার চেয়ারম্যান'? তিনি উত্তর দেন, 'তাঁর নিকটস্থ বন্ধু কংগ্রেস সদস্য পিটার কিং অব নিউইয়র্ক সেখানকার চেয়ারম্যান।

যুক্তরাজ্যের জলসা সালানার কথা প্রসঙ্গে হুযুর আনোয়ার বলেন, "পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে প্রায় চল্লিশ হাজার অতিথির আগমণ হয়। একটি ফার্ম হাউসে জলসা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে একটি অস্থায়ী বসতি গড়ে তোলা হয়। এই কাজের সত্তর শতাংশ স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। পুলিস সেখানে এসে বলে, 'আমাদের এখানে আসার প্রয়োজনই নেই। আপনাদের যুবকের দল সমস্ত কাজ সামলে নিচ্ছে।"

হুযুর আনোয়ার বলেন, "এখানে বাইরে পুলিস নিজের কর্তব্য পালন করছে, কিন্তু ভিতরের ব্যবস্থাপনা, নিরাপত্তা ইত্যাদির ক্ষেত্রে কোন সমস্যা নেই। কোনও সমস্যা হলে সেটি বাইরে হতে পারে।

কংগ্রেসম্যান হুযুর আনোয়ারের লন্ডনে অবস্থান, পাকিস্তানে জামাত আহমদয়ীয়ার উপর অব্যাহত নির্যাতন এবং অধিকারহরণের বিষয়ে কথা তুললে হুযুর আনোয়ার বলেন, "আমি লন্ডনে অবস্থান করছি। পাকিস্তানে আহমদীদের উপর নির্যাতন চলছে, এছাড়া আমি সেখানে নিজের পদের দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম নই, তাই আমি সেদেশে আমি যেতে পারি না।

১৯৭৪ সালে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টু এই মর্মে আইন প্রনয়ণ করে যে আহমদীরা আইনি দৃষ্টিতে অমুসলিম হিসেবে গণ্য। আমি লন্ডন আসার পূর্বে রাবোয়ায় থেকেছি। রাবোয়া লাহোর থেকে ১০০ মাইল এবং ইসলামাবাদ থেকে ২৫০ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। সেখানকার জনসংখ্যার ৯৭ শতাংশ আহমদী। তাসত্ত্বেও সেখানকার স্থানীয় পরিষদে আমাদের কোনও সদস্য নেই, স্থানীয় কমিটির সংগঠনে আমাদের কোনও সদস্য নেই। রাবোয়ার দুই শতাংশ সংখ্যালঘু জনসংখ্যা আমাদের উপর প্রভুত্ব করছে।

ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা প্রসঙ্গে হুযুর বলেন, 'সরকার এই শর্ত নির্ধারণ করে রেখেছে যে আমরা যদি নিজেদেরকে অমুসলিম বলে স্বীকার করি, একমাত্র তবেই আমাদেরকে ভোটাধিকার দেওয়া হবে। হুযুর আনোয়ার বলেন,আপনি আমাকে যা মনে করতে হয় করুন, কিন্তু আমাকে নিজেকে অমুসলিম বলতে বাধ্য করতে পারেন না।

আমি পাকিস্তানেই বসবাস করতাম আর সেখানে জামাতের প্রধানের (নাযির আলা) পদে ছিলাম। জামাতের বিরুদ্ধে যে আইন রয়েছে, তার কারণে আমি নিজেও এগারো দিন কারাবাস করেছি। অথচ আমি কোনও অন্যায় কাজ করিনি-কাউকে মারিনি-কোনও এক বিরুদ্ধবাদী আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল। পরে বিচারপতি আমাকে অব্যহতি দিলেন, যখন দেখলেন যে অভিযোগটি মিথ্যে এবং অন্যায়ভাবে কয়েদ করা হয়েছে।

যিয়াউল হক নিজের শাসনকালে জামাতের বিরুদ্ধে আরও কঠোর আইন তৈরী করে। 'আসসালামো আলাইকুম' বলার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। অন্যথায় তিন বছরের শাস্তি হবে। ছেলে মেয়েদের নাম ইসলামী নাম অনুসারে রাখা যাবে না।

এর পর ১১ পাতায়

জুমআর খুতবা

আসহাবে সুফ্‌ফা... আঁ হযরত (সা.)-এর এমন উন্মাদপ্রেমীর দল যাঁরা তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করতেন না।

“খোদার কসম! এক বা দুই মাস থেকে আল্লাহ্‌র রসূলের ঘরে উনুন জ্বলে নি।”

রসুলুল্লাহ (সা.) নিজেকে আমাদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আমাদের সঙ্গে বসে পড়লেন এবং নিজের হাত দিয়ে একটি বলয় তৈরী করে বোঝালেন যে তিনিও আমাদের সঙ্গে আছেন।

খিলাফতের গভীর অনুরাগী, ধর্মকে জগতের উপর প্রাধান্যদানকারী, বিনয়ী স্বভাবের অধিকারী, সাহিত্যিক একজন অকুতোভয় আহমদী মহম্মদ তাহের আরেফ সাহেবের মৃত্যু ও তাঁর জানাযা।

নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার মূর্তপ্রতীক বদরী সাহাবাগণ

হযরত উতবা বিন মাসউদ এবং হযরত উবাদা বিন সামিত রাযিআল্লাহু আনহুমা-র জীবনী।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ বায়তুল ফুতুহ, মডার্ন থেকে প্রদত্ত ৩০ আগস্ট , ২০১৯, এর জুমুআর খুতবা (৩০ যহুর, ১৩৯৮ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্‌হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: বদরী সাহাবীদের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আজ আমি প্রথমে যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ করবো তার নাম হলো, হযরত উতবা বিন মাসঊদ হুযাল্লী (রা.)। হযরত উতবা বিন মাসঊদ হুযাল্লীর ডাকনাম ছিল আবু আব্দুল্লাহ্। তিনি বনু হুযায়েল গোত্রের সদস্য ছিলেন।

(উসদুল গাবা ফি মারেফাতিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫৬৩)

হযরত উতবা বিন মাসঊদ বনু যোহরা গোত্রের মিত্র ছিলেন। তার পিতার নাম ছিল মাসঊদ বিন গাফেল এবং তার মায়ের নাম ছিল উম্মে আব্‌দ বিনতে আবদে উদ্দ। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.) তার আপনভাই ছিলেন। তিনি মক্কায় প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন ছিলেন। ইথিওপিয়া অভিমুখে দ্বিতীয়বার হিজরতকারীদের মধ্যে তিনি অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

(আততাবাকাতুল কুবরা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৮১)

হযরত উতবা বিন মাসঊদ আসহাবে সুফ্‌ফার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

(আল মুসতাদরিক আলাস সালেহীন লিল হাকিম, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৬১৫)

সুফ্‌ফা সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থের আলোকে বিস্তারিতভাবে যা লিখেছেন তা হলো মসজিদের এক প্রান্তে ছাদ দেওয়া একটি উঁচু স্থান বানানো হয়েছিল যাকে সুফ্‌ফা বলা হতো। এটি সেসব দরিদ্র মুহাজিরদের জন্য ছিল যারা গৃহহীন ছিলেন। তাদের কোন ঘর ছিল না। তারা সেখানেই থাকতেন আর আসহাবে সুফ্‌ফা আখ্যায়িত হতেন। তাদের কাজ ছিল মূলত দিবারাত্র মহানবী (সা.)-এর সাহচর্যে অবস্থান করা, ইবাদত করা এবং পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করা। তাদের জীবনোপকরণের কোন স্থায়ী ব্যবস্থা ছিল না। মহানবী (সা.) স্বয়ং তাদের দেখাশুনা করতেন আর যখনই তাঁর (সা.) কাছে কোন উপহার ইত্যাদি আসতো অথবা বাড়িতে কিছু থাকতো, তাতে তাদের জন্য ভাগ অবশ্যই রাখতেন। বরং অনেক সময় তিনি (সা.) স্বয়ং অনাহারে থাকতেন আর বাড়িতে যা কিছু থাকতো তা সুফ্‌ফাবাসীদের জন্য পাঠিয়ে দিতেন। আনসাররাও তাদের আতিথ্যে যথাসম্ভব ব্যস্ত থাকতেন আর তাদের জন্য খেজুরের গুচ্ছএনে মসজিদে ঝুলিয়ে দিতেন, কিন্তু তাসত্ত্বেও তাদের অবস্থা অসচ্ছলই থাকতো এবং অনেক সময় উপবাস থাকার মতো অবস্থা দেখা দিতো আর কয়েক বছর পর্যন্ত এই অবস্থা চলতে থাকে। এক পর্যায়ে মদিনা সম্প্রসারণের কারণে তাদের কিছুটা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়, ফলে কিছু না কিছু পারিশ্রমিক তারা পেয়ে যেতেন আর জাতীয় বাইতুল মাল থেকেও তাদের কিছুটা সাহায্য পাওয়ার ব্যবস্থা হয়।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ২৭০)

যাহোক, তাদের সম্পর্কে অন্যত্র আরো কিছু বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে, তা হলো, তারা দিনের বেলা নবী (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত থাকতেন এবং বিভিন্ন হাদীস শুনতেন আর রাতের বেলা একটি উঁচু কক্ষে শুয়ে থাকতেন। আরবী ভাষায় উঁচুস্থানকে সুফ্‌ফা বলা হয়, আর এ কারণেই সেসব বুযূর্গকে ‘আসহাবে সুফ্‌ফা’ বলা হয়। তাদের মধ্যে কারো কাছে চাদর এবং লুঙ্গি এই দু’টো জিনিস একত্রে কখনোই ছিল না। তারা চাদরকে গলার সাথে এমনভাবে বেঁধে নিতেন যে তা উরু পর্যন্ত ঝুলে থাকতো। পুরো শরীর ঢাকতে সেই কাপড় যথেষ্ট ছিল না। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) সেসব বুযূর্গদেরই একজন ছিলেন। তার বর্ণনা হলো, আমি সুফ্‌ফাবাসীদের মধ্য হতে সত্তরজনকে দেখেছি যে, তাদের (পরনের) কাপড় তাদের উরু পর্যন্তও পৌঁছত না। শরীরে যে কাপড় পরিধান করতেন তা বহু কষ্টে হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছত। এরপর বলেন, তাদের জীবনজীবিকার যে ব্যবস্থাছিল তা হলো, তাদের মধ্য হতে এক দল দিনের বেলা জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে আনতো আর তা বিক্রি করে নিজ ভাইদের জন্য কিছুটা আহারের সংস্থান করতেন। অধিকাংশ সময় আনসারগণ খেজুরের গুচ্ছএনে মসজিদের ছাউনির সাথে ঝুলিয়ে দিতো। বাহিরের লোকেরা এসে তাদেরকে দেখে মনে করতো যে, এরা হলো উন্মাদ এবং নির্বোধ লোক। এখানে অকারণে বসে আছে। অথবা তারা হয়ত এটিও মনে করতো যে, এরা এমন উন্মাদ যারা মহানবী (সা.)-এর দ্বার পরিত্যাগ করতে চায় না। যাহোক, মহানবী (সা.)-এর কাছে কোন স্থান থেকে সদকা এলে তিনি (সা.) তাদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন আর যখন দাওয়াতের খাবার আসতো তখন তাদেরকে ডেকে নিতেন এবং তাদের সাথে বসে আহার করতেন। অধিকাংশ সময়, রাতের বেলা মহানবী (সা.) তাদেরকে মুহাজির এবং আনসারদের মাঝে ভাগ করে দিতেন অর্থাৎ নির্দেশ হ তো যে নিজেদের সামর্থ্য অনুসারে প্রত্যেক ব্যক্তি যেনএকজন বা দু’জন করে অতিথি নিজের সাথে নিয়ে যান আর তাদেরকে রাতের খাবার খাওয়ান। অর্থাৎ কোন সময় মুহাজিরদের সাথে কাউকে দিয়ে দিতেন, কাউকে আনসারদের কাছে সোপর্দ করতেন যে, এদেরকে রাতের আহার করাতে হবে। একজন সাহাবী ছিলেন, হযরত সাদ বিন উবাদা, যিনি অত্যন্ত বদান্যশীল ও সম্পদশালী ছিলেন। তিনি কখনো কখনো আশিজন অতিথিকে নিজের সাথে নিয়ে যেতেন। আশিজন পর্যন্ত অতিথি সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন এবং তাদেরকে রাতের আহার করাতেন। তার স্বাচ্ছন্দ্য ছিল। বিভিন্ন রেওয়ায়েত অনুসারে বা কতেক রেওয়ায়েত অনুযায়ী সুফ্‌ফাবাসীদের সংখ্যা বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ছিল। কমপক্ষে বারোজন, আর এটিও বলা হয় যে, সবচেয়ে বেশি একই সময়ে তিনশ’ (সাহাবী) সুফ্‌ফা’তে অবস্থান করেছেন বরং এক রেওয়ায়েতে তাদের মোট সংখ্যা ছয়শ’ সাহাবী বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

তাদের প্রতি মহানবী (সা.)-এর গভীর অনুরাগ ছিল, তাদের সাথে মসজিদে উপবেশন করতেন, তাদের সাথে আহার করতেন আর মানুষকে তাদের ভক্তি-শ্রদ্ধা ও সম্মান করতে উদ্বুদ্ধ করতেন। অর্থাৎ এমন নয় যে, তারা বসে থাকে এবং বেকার বা কাজকর্মহীন তাই তাদের সম্মান করা হবে না, তাদের ভক্তি-শ্রদ্ধা করা হবে না বরং মহানবী (সা.) বলতেন, এরা আমার জন্য, আমার কথাবার্তা শোনার জন্য বসে (থাকে) তাই প্রত্যেকের যথাযথভাবে তাদের সম্মানও করা উচিত এবং শ্রদ্ধাও করা উচিৎ। একদা সুফ্‌ফাবাসী দের একটি দল মহানবী (সা.)-এর দরবারে অনুযোগ করে যে, খেজুর আমাদের উদরকে জ্বালিয়ে দিয়েছে, আহারের জন্য শুধু খেজুরই পাওয়া যায় আর কিছু পাওয়া যায় না। মহানবী (সা.) তাদের অভিযোগ শুনে তাদের মনোতুষ্টির উদ্দেশ্যে একটি বক্তৃতা করেন, যাতে তিনি (সা.) বলেন, এটি কেমন কথা যে, তোমরা বলছ, খেজুর তোমাদের পেটকে জ্বালিয়ে দিয়েছে। তোমরা কি জান না যে, খেজুরই মদিনাবাসীদের খাদ্য। কিন্তু মানুষ এর মাধ্যমেই আমাদের সাহায্যও করে থাকে। আর আমরাও সেগুলোর মাধ্যমেই তোমাদের সহায়তা

করি। অতঃপর তিনি বলেন, খোদার কসম, এক বা দুই মাস যাবৎ আল্লাহ্‌র রসূলের ঘরে আগুন জ্বলে নি; অর্থাৎ আমিও এবং আমার পরিবারের সদস্যরাও শুধু পানি এবং খেজুর খেয়ে দিনাতিপাত করেছি। যাহোক, এই আসহাবে সুফ্‌ফা বা সুফ্‌ফার সাহাবীগণ অদ্ভুত নি বেদিত প্রাণ মানুষ ছিলেন। খেজুর খাওয়ার উল্লেখ করে অভিযোগ করেছেন ঠিকই যে, এটি তাদের পেটকে জ্বালিয়ে দিয়েছে, কিন্তু সেই স্থান পরিত্যাগ করেন নি। তারা পূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে সেখানেই বসে থাকতেন। আর সেই একই জিনিস অর্থাৎ অভুক্ত থেকে অথবা খেজুর খেয়ে কিংবা যা-ই পাওয়া যেত তা খেয়েই দিনাতিপাত করতেন। এরপর লেখা হয়েছে যে, এই বুযুর্গদের কর্মব্যস্ততা যা ছিল তা হলো, রাতে তারা সাধারণত ইবাদত করতেন আর পবিত্র কুরআন পাঠ করতেন। তাদের জন্য একজন শিক্ষক নির্ধারিত ছিল, রাতের বেলা যার কাছে গিয়ে তারা পড়তেন। যারা পড়তে জানতেন না বা পবিত্র কুরআন সঠিকভাবে পড়তে জানতেন না অথবা মুখস্থ করতে চাইতেন হয়ত, তাই একজন শিক্ষক রাতে তাদেরকে পড়াতেন। এই কারণে তাদের অধিকাংশকে ক্বারী বলা হতো আর ইসলাম প্রচারের জন্য কোথাও প্রেরণ করতে হলে তাদেরকেই প্রেরণ করা হতো। অর্থাৎ তারা যখন পড়া-লেখা শিখে নেন তখন তাদেরকে ক্বারী বলা হতো আর এরপর অন্যদের শিখানোর জন্যও তাদেরকে প্রেরণ করা হতো। পরবর্তীতে এই সাহাবীদের মধ্য থেকেই অনেকে বড় বড় পদেও অধিষ্ঠিত হয়েছেন; অর্থাৎ এই আসহাবে সুফ্‌ফা যারা ছিলেন, এমন নয় যে, তারা সেখানেই বসে ছিলেন, বরং পরবর্তীতে তারা বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। যেমন হযরত উমরের খিলাফতকালে হযরত আবু হুরায়রা (রা.)বাহরাইনের গভর্ণর ছিলেন। এরপর হযরত মুয়াবিয়ার যু গে তিনি মদিনার গভর্ণর হয়েছিলেন। হযরত সাদ বিন আবি ওক্কাস বসরা-র গভর্ণর ছিলেন এবং কুফা শহরের ভিত্তি তিনি স্থাপন করেন। হযরত সালমান ফারসী মিদিয়ান এর গভর্ণর ছিলেন। হযরত আম্মার বিন ইয়াসের কুফা-র গভর্ণর ছিলেন। এরা সবাই আসহাবে সুফ্‌ফার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত উবাদা বিন জাররাহ্ ফিলিস্তিনের গভর্ণর ছিলেন। হযরত উমর বিন আব্দুল আযিয এর খিলাফতকালে হযরত আনাস বিন মালেক মদিনার গভর্ণর ছিলেন। তাদেরই মধ্য থেকে সেনাপতিও ছিলেন যারা ইসলামের বিজয় অভিযানগুলোতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। হযরত যায়েদ বিন সাবেত শুধু সেনাপতিই ছিলেন না বরং হযরত উমরের খিলাফতকালে প্রধান বিচারপতি পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন।

(সীরাতুস সাহাবা, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৫৪৮-৫৫০)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আমি দরিদ্র মুহাজেরদের দলের সাথে গিয়ে বসি, অর্থাৎ এই আসহাবে সুফ্‌ফার দলের সাথে, যারা অর্ধ বিবস্ত্র অবস্থায় থাকার কারণে একে অপরের কাছ থেকে লজ্জাস্থান আড়াল করছিলেন। তাদের প্রায় অ র্ধেক শরীর নগ্ন বা পোশাকশূণ্য ছিল,আর এতটাই পোশাকশূন্য ছিল যে, তারা অতি কষ্টে নিজেদের লজ্জাস্থান আড়াল করছিলেন। এরপর তিনি বলেন, আমাদের মধ্য থেকে একজন ক্বারী পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন, এমন সময় মহানবী (সা.) আগমন করেন। মহানবী (সা.) যখন এসে দাঁড়ান তখন ক্বারী নিশ্চুপ হয়ে যান। এরপর তিনি (সা.) সালাম করেন এবং জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কী করছ? আমরা নিবেদন করি যে, এই ক্বারী আমাদের তিলাওয়াত শুনাচ্ছিলেন আর আমরা আল্লাহ্‌র কিতাব শুনছিলাম। এরপর রসূলুল্লাহ্ (সা.) ব লেন, সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'লার যিনি আমার উম্মতে এমন লোকদেরও অন্তর্ভুক্ত করেছেন যাদের সাথেআমাকেও ধৈর্য ধারণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ যেভাবে তারা ধৈর্য ধারণ করছে অনুরূপভাবে তোমাকেও ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর মহানবী (সা.) আমাদের সাথে বসে পড়েন। নিজ পবিত্র সত্তাকে আমাদের মাঝে গণ্য করার জন্য তিনি (সা.) তার পবিত্র হাতে বৃত্ত বানিয়ে ইশারা করেন, অর্থাৎ আমিও তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত, এবং মাঝখানে বসে পড়েন আর বৃত্তাকারে বসেন। অতএব সবাই তাঁর (সা.) প্রতি মুখ করে বসে পড়েন। বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা হলো আমি ছাড়া তাদের মাঝ থেকে আর কাউকেই মহানবী (সা.) চিনতে পারেন নি। অর্থাৎ যিনি বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন, আমাকে ছাড়া আর কাউকে চিনতে পারেন নি। তারা সংখ্যায় এত বেশি ছিলেন যে, মহানবী (সা.) বলেন, হে অভাবগ্রস্ত মুহাজেরদের দল! তোমাদের জন্য শুভ সংবাদ। কিয়ামত দিবসে তোমরা পূর্ণ জ্যোতিসহ ধনীদের চেয়ে অর্ধেক দিন পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে আর এই অর্ধেক দিন হবে পাঁচশত বছরের । (সুনানে আবুদ দাউদ, কিতাবুল ইলম, হাদীস-৩৬৬৬)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর প্রতিও এলহাম হয়েছিল যাতে আসহাবে সুফ্‌ফার উল্লেখ রয়েছে। এটি আরবী এলহাম ছিল যে,

''اَصْحَابُ الصُّفَّةِ وَمَا اَدْرَاكَ مَا اَصْحَابُ الصُّفَّةِ تَرٰى اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ يُصَلُّوْنَ عَلَيْكَ۔ رَبَّنَا اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِىْ لِلْاِيْمَانِ وَ دَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا۔

অর্থাৎ "সুফ্‌ফাবাসীগণ। আর তোমাকে কিসে অবহিত করবে, সুফ্‌ফাবাসী কারা? তুমি দেখবে, তাদের চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত থাকবে। তারা তোমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করবে। আর বলবে, হে আমাদের খোদা! আমরা একজন আহ্বানকারীর আহ্বান শুনেছি যিনি ঈমানের দিকে আহ্বান করেন। "

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২, পৃ: ৭৮)

এটি (অর্থাৎ এই এলহাম) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর প্রতি তাঁর কতিপয় সঙ্গী সম্পর্কে হয়েছিল যে, আমারও এমন সঙ্গী লাভ হবে। এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, মহানবী (সা.) এর যুগে আসহাবে সুফ্‌ফা যারা ছিলেন তারা অত্যন্ত মর্যাদাবান লোক ছিলেন এবং দৃঢ় ঈমানের অধিকারী ছিলেন। আর তারা যে নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন তা এক অনন্য উদাহরণ। আল্লাহ্ তা'লা আমাকেও অবহিত করেছেন যে, এমন কতিপয় লোক আমি তোমাকেও দান করব।

সহীহ বুখারীতে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের তালিকায় হযরত উতবা বিন মাসউদের উল্লেখ করা হয়েছে। সাহাবীদের জীবন বৃত্তান্ত সম্বলিত কতিপয় গ্রন্থ রয়েছে, যেমন উসদুল গাবা ফী মা'রেফাতিস্ সাহাবা, আল-ইসাবা ফী তামীয়ীযিস সাহাবা, আল-ইসতিআব ফী মা'রেফাতিল আসহাব এবং তাবাকাতুল কুবরা প্রভৃতি গ্রন্থে উহুদের যুদ্ধ ও এর পরবর্তী যুদ্ধগুলোতে তার অংশগ্রহণের উল্লেখ পাওয়া যায়।

(সহী বুখারী, কিতাবুল মাগাযি) (উসদুল গাবা ফি মারেফাতিস সাহাবা,৩য় খণ্ড, পৃ: ৫৬৩) (আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১০৩০) (আততাবাকাতুল কুবরা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৮১)

কিন্তু বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার কথা উল্লেখ নেই। অপরদিকে ইমাম বুখারী হযরত উতবা বিন মাসঊদকে বদরী সাহাবী হিসবে উল্লেখ করেছেন।

হযরত উতবা বিন মাসঊদ হযরত উমর বিন খাত্তাবের খিলাফতকালে ২৩ হিজরী সনে মদিনায় ইন্তেকাল করেন আর হযরত উমর (রা.) তার জানাযার নামায পড়ান। কাশেম বিন আব্দুর রহমান থেকে বর্ণিত, হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) হযরত উতবা বিন মাসঊদের জানাযার নামাযে তার মা হযরত উম্মে আবদের জন্য অপেক্ষা করেছেন যেন তিনিও অংশগ্রহণ করতে পারেন।

(আততাবাকাতুল কুবরা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৮১) (আল বাদাইয়াতু ওয়াননিহাইয়াতু লি ইবনে কাসীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৭ম ভাগ, পৃ: ১৩৮)

ইমাম যুহরীর বরাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ সাহচর্য ও হিজরতের দিক থেকে তার ভাই হযরত উতবার চেয়ে বেশি প্রবীণ ছিলেন না। আব্দুল্লাহ্ অর্থাৎ হযরত উতবা বিন মাসঊদঅধিক প্রবীণ সাহাবী ছিলেন। আব্দুল্লাহ্ বিন উতবা থেকে বর্ণিত, হযরত উতবা বিন মাসঊদ যখন ইন্তেকাল করেন তখন তার ভাই হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদের চোখ অশ্রু সজল হয়ে পড়ে। কয়েক ব্যক্তি তাকে বলেন, আপনি কি কাঁদছেন? তিনি উত্তর দেন, তিনি আমার ভাই ছিলেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে তিনি আমার সঙ্গী ছিলেন এবং হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) ছাড়া বাকি সবার চেয়ে তিনি আমার অধিক প্রিয় ছিলেন।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫৬৩)

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ্‌বিন মাসঊদ (রা.)-এর কাছে যখন তার ভাই হযরত উতবা বিন মাসঊদের মৃত্যুর সংবাদ পৌঁছে তখন তার চোখে অশ্রু নেমে আসে আর তিনি বলেন, **'ইন্না হাযিহি রাহমাতুন জাআলাহাল্লাহু লাইয়ামলিকুহা ইবনু আদামু'** অর্থাৎ নিশ্চয় এটি রহমত যা আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন এবং আদম সন্তান এটিকে নিজের বশে আনতে সক্ষম নয়। (আততাবাকাতুল কুবরা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৮১)

অর্থাৎ মৃত্যু এক চিরন্তন সত্য। আর পুণ্যবান লোকদের জন্য এটি রহমত হয়ে যায়। এক রেওয়ায়েত মতে, হযরত উমর বিন খাত্তাব হযরত উতবা বিন মাসঊদকে মোকামি আমীর নিযুক্ত করতেন।

(আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৬৬)

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ করা হবে তার নাম হলো, হযরত উবাদা বিন সামেত। তিনি আনসারী সাহাবী ছিলেন। হযরত উবাদার পিতার নাম

যুগ ইমাম-এর বাণী

কোনও ধর্ম, জাতি বা সম্প্রদায় আধ্যাত্মিকতা ব্যাতিরেকে টিকে থাকতে পারে না। **(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৬১)**

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

সামেত বিন কায়েস এবং মাতার নাম কুর্‌রাতুল আইন বিনতে উবাদা ছিল। আকাবার প্রথম ও দ্বিতীয় বয়আতে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। আনসারদের খাযরাজ গোত্রের বনু অউফ বিন খাযরাজ বংশের নেতা ছিলেন যিনি কাওয়াকিল নামে পরিচিত ছিল। কাওকাল নামকরণের কারণ হলো, মদিনায় যখন কোন নেতার কাছে কোন ব্যক্তি আশ্রয়প্রার্থী হতো তখন তাকে বলা হতো, এই পাহাড়ে যেভাবে চাও ওপরে চড়, এখন তুমি নিরাপদ অর্থাৎ তোমার কোন ভয় নেই যেখানে যেভাবে ইচ্ছা থাক অর্থাৎ তুমিও নিঃসংকোচ-নির্বিঘ্নে থাক আর এখন কোন জিনিষের ভয় করো না। আর যারা আশ্রয় দিতো তারা কাওয়াকিলা নামে সুপরিচিত ছিল। ইবনে হিশাম বলেন, এমন নেতা যখন কাউকে আশ্রয় দান করতো তখন তাকে একটি তীর দিয়ে বলতো, এই তীরকে নিয়ে তুমি এখন যেখানে ইচ্ছে যাও। হযরত নোমানের দাদা সা'লাবা বিন দাদকে কাওকিল বলা হতো। অনুরূপভাবে খাযরাজের নেতা গানাম বিন অউফকেও কাওকিল বলা হতো। একইভাবে হযরত সাদ বিন উবাদাও কাওকিল উপাধীতে সুবিদিত ছিলেন। বনু সালেম, বনু গানাম এবং বনু অউফ বিন খাযরাজকেও কাওয়াকিলা বলা হতো। বনু অউফের নেতা ছিলেন হযরত উবাদা বিন সামেত। (উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫৬৩)

(আততাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪১৪) (আসসীরাতুন নবুয়াত লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৩০৯) (তাজুল উরুস, খণ্ড-১৫, পৃ: ৬২৭)

হযরত উবাদার এক পুত্রের নাম ছিল ওলীদ, তার মায়ের নাম জামীলা বিনতে আবু সা'সা ছিল। দ্বিতীয় পুত্রের নাম ছিল মুহাম্মদ, তার মায়ের নাম ছিল হযরত উম্মে হারাম বিনতে মিলহান। হযরত অউস বিন সামেত ছিলেন হযরত উবাদার ভাই। হযরত অউসও বদরী সাহাবী ছিলেন।

(আততাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৮০)

হযরত আবু মারসাদ গানভী যখন হিজরত করে মদিনায় আসেন তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত উবাদার সাথে তার ভ্রাতৃত্ব বন্ধন রচনা করেন। হযরত উবাদা বদর, উহুদ এবং খন্দকসহ সকল যুদ্ধে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ৩৪ হিজরীতে ফিলিস্তিনের রামলায় মৃত্যুবরণ করেন। কারো কারো মতে তিনি বায়তুল মাকদাসে মৃত্যুবরণ করেন এবং সেখানেই সমাধিস্থ হন আর তার কবর এখনও সেখানে চিহ্নিত রয়েছে। এক বর্ণনা অনুযায়ী হযরত উবাদা-র মৃত্যু সাইপ্রাসে হয় যখন কিনা তিনি হযরত উমরের পক্ষ থেকে তাদের গভর্ণর হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল ৭২ বছর। তিনি দীর্ঘদেহী এবং স্থূ ল ও খুব সুশ্রী ছিলেন। কারো কারো মতে তার মৃত্যু হয় পঁয়তাল্লিশ হিজরীতে আমীর মুয়াবিয়ার যুগে,কিন্তু প্রথম উক্তি অধিক সঠিক যেখানে উল্লেখ হয়েছে যে, তার মৃত্যু ফিলিস্তিনে ৩৪ হিজরীতে হয়েছে, ৪৫ হিজরীতে নয়।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫৫-৫৬) (আল ইসতিয়াব ফি মারিফাতিল আসহাব, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৬৫) (শারাহ মসনদ আশশাফি, ২য় ভাগ, পৃ: ৩৫৫)

হযরত উবাদা বিন সামেত-এর রেওয়ায়েত বা বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ১৮১-তে গিয়ে পৌঁছে। বিভিন্ন হাদীস তিনি রেওয়ায়েত করেছেন যেগুলো (তার পক্ষ থেকে) বর্ণনাকারী হলেন, বড় বড় সাহাবী এবং তাবেঈন। অতএব সম্মানিত সাহাবীদের মধ্য থেকে হযরত আনাস বিন মালেক, হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্, হযরত মিকদাম বিন মাদী কারব প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

(সীরাস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪০৫)

বর্ণনাকারী বলেন যে, হযরত উবাদা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন আর আকাবার রাতে তিনিও নেতাদের মাঝে একজন নেতা ছিলেন। তিনি বলতেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর চারপাশে তাঁর সাহাবীদের একটি দল ছিল তখন মহানবী (সা.) বলেন, তোমরা আমার হাতে এই শর্তে বয়াত করো যে,তোমরা কোন কিছু কে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করবে না, চুরি করবে না, সন্তান হত্যা করবে না আর জেনে-শুনে কারো বিরুদ্ধে অপবাদ দিবে না, আর কোন ন্যায়সঙ্গত বিষয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। অতএব তোমাদের মাঝে যে-ই এই অঙ্গীকার রক্ষাকরল, তার প্রতিদান আল্লাহ্ তা'লার হাতে ন্যস্ত আর যে-ই সেসব মন্দকর্মের মাঝে কোন একটি করল এবং এ জগতে সে শাস্তি পেয়ে গেল তাহলে এই শাস্তি তার জন্য কাফ্‌ফারা হয়ে যাবে আর যে-ই ঐ মন্দ বিষয়গুলোর মধ্য থেকে কোন একটি করল অথচ আল্লাহ্ তার বিষয়টি গোপন রাখলেন, সেক্ষেত্রে তার বিষয়টি আল্লাহ্ তা'লার হাতে ন্যস্ত, আল্লাহ্ চাইলে তাকে ক্ষমা করতে পারেন আবার চাইলে তাকে শাস্তি দিতে পারেন। অতএব, আমরা এসব শর্তে মহানবী (সা.)-এর হাতে বয়আত করি। এটি বুখারী শরীফের বর্ণনা।

(সহী আল বুখারী, কিতাবুল ঈমান, বাব আলামাতুল ঈমান, হাদীস- ১৮)

মদিনায় হিজরতের সময় মহানবী (সা.) যখন কুবায় জুমুআর নামায পড়ান তখন নামাযের পর মহানবী (সা.) মদিনায় যাওয়ার জন্য নিজের উটে আরোহন করেন। তিনি (সা.) উটের লাগাম ঢিলা ছেড়ে দেন এবং তা আদৌ নাড়েন নি। উটনী ডানে ও বামে এমনভাবে তাকাতে থাকে যেন সে কোন দিকে যাবে সেটির সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। উটনী দাঁড়িয়ে ছিল, সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছিল না, ডানে-বামে দেখছিল- এটি দেখে বনু সালেমের লোকেরা অর্থাৎ যাদের পাড়ায় মহানবী (সা.) জুমু'আর নামায পড়েছিলেন তারা মহানবী (সা.)-এর কাছে একটি প্রশ্ন করেন। তাদের মাঝে ইতবান বিন মালেক এবং নওফেল বিন আব্দুল্লাহ্ বিন মালেক আর উবাদা বিন সামেতও ছিলেন। তারা রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি আমাদের কাছেই অবস্থান করুন। এখানে অর্থাৎ এই এলাকায় লোকসংখ্যাও বেশি আর আপনার সম্মান ও সুরক্ষার বিষয়টিও এখানে নিশ্চিত হবে। আমরা পরিপূর্ণভাবে আপনার সম্মানও করব এবং সুরক্ষার ব্যবস্থাও করব আর এখানে আমাদের মুসলমানদের সংখ্যাও অধিক। অপর এক বর্ণনায় এই শব্দও রয়েছে যে, এখানে ধন-সম্পদও আছে, আমরা বেশ স্বচ্ছল আর আমাদের কাছে অর্থকড়িও আছে। একটি রেওয়ায়েতে এভাবে লেখা হয়েছে যে, আমাদের গোত্রে অবস্থান করুন, আমরা সংখ্যায়ও অধিক আর আমাদের কাছে অস্ত্রসস্ত্রও আছে, এছাড়া আমাদের কাছে বাগান এবং জীবনোপকরনও সহজলভ্য। অর্থাৎ আপনার সুরক্ষাও আমরা করতে পারি আর অর্থনৈতিক দিক থেকেও আমরা স্বচ্ছল। এরপর তারা বলে, হে আল্লাহ্‌র রসুল (সা.)! যখন কোন ভীতত্রস্ত আরব এ এলাকায় আসে তখন সে আমাদের এখানে এসেই আশ্রয় অন্বেষণ করে। মহানবী (সা.) তাদের সমস্ত কথা শুনেন আর তাদের মঙ্গল কামনা করেন এবং বলেন, তোমাদের সব কথাই ঠিক হবে। এরপর বলেন, উটনীর রাস্তা ছেড়ে দাও, কেননা এটি এখন প্রত্যাদিষ্ট, আজ সে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশেই যেখানে যাওয়ার, দাঁড়ানোর এবং বসার তা করবে। অপর এক বর্ণনায় এই শব্দ রয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেন, এই উটনী প্রত্যাদিষ্ট তাই তার পথ ছেড়ে দাও। তিনি (সা.) মুচকি হেসে বলছিলেন যে, তোমরা যা উপস্থাপন করেছো তার জন্য আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের প্রতি নিজ কৃপাবারি বর্ষণ করুন। অতঃপর সেই উট সেখান থেকে যাত্রা করে।

(আসসীরাতুল হুলবিয়া, ২য় ভাগ, পৃ: ৮৩)

মিসর বিজয়ের বিষয়ে সাহাবা চরিতের রচয়িতা লিখেন, হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে মিশর জয়ে বিলম্ব হচ্ছিল। হযরত আমর বিন আস আরো সাহায্যের জন্য হযরত উমর (রা.)-কে পত্র লিখেন। হযরত উমর (রা.) চার হাজার সৈন্য প্রেরণ করেন, যার মধ্য থেকে এক হাজার সৈন্যের সেনাপতি ছিলেন হযরত উবাদা। আর উত্তরে তিনি লিখেন যে, এই সেনা প্রধানদের প্রত্যেকে এক হাজার মানুষের সমান। এই সাহায্যকারী দল মিশরে পৌঁছলে হযরত আমর বিন আস পুরো সৈন্য বাহিনীকে একত্রিত করে এক জোরালো বক্তৃতা করেন এবং হযরত উবাদাকে ডেকে বলেন, আপনার বর্শা আমাকে দিন আর তিনি স্বয়ং অর্থাৎ হযরত আমর বিন আস নিজের মাথা থেকে নিজের পাগড়ী খুলে ফেলেন এবং বর্শায় গেঁথে তার হাতে তুলে দেন আর বলেন, এটি সেনাপতির পতাকা আর আজকে আপনি হলেন সেনাপতি। এরপর খোদা তা'লার কৃপায় প্রথম আক্রমণেই শহর জয় হয়ে যায়।

(সীরাস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, ২য় ভাগ, পৃ: ৪০২)

হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ দামেস্ক বিজয়ের পর হিমস-এ আসেন আর সেখানকার অধিবাসীরা তার সাথেশান্তিচুক্তি করে। এরপর তিনি হযরত উবাদা বিন সামেত আনসারীকে হিমস-এর গভর্ণর নিযুক্ত করেন এবং নিজে হুমা-র দিকে অগ্রসর হন। হযরত উবাদা বিন সামেত পরবর্তীতে লাযেকিয়া-র অভিমুখে যাত্রা করেন যা সিরিয়ার সমুদ্রতীরবর্তী একটি শহর। সেখানকার অধিবাসীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। সেখানে অনেক বড় একটি দ্বার ছিল যা মানুষের এক বড় দল ছাড়া খোলা যেত না। হযরত উবাদা সৈন্যদেরকে শহর থেকে দূরে নিয়ে যান এবং তাদেরকে এমনসব গর্ত খুঁড়তে নির্দেশ দেন যার মাঝে এক ব্যক্তি এবং তার ঘোড়া ভালোভাবে আত্মগোপন করতে পারে, অর্থাৎ গভীর পরিখা খনন করান। মুসলমানরা আপ্রাণ চেষ্টা করে পরিখা খনন করে আর যখন তারা এই কাজ শেষ করে তখন দিনের আলোয় এটি প্রকাশ পায় যে তারা হিমস-এর দিকে ফিরে যাচ্ছে, আর রাত নেমে এলে নিজেদের ছাউনি এবং পরিখার দিকে ফিরে আসে যা তারা খনন করেছিল। লাযেকিয়ার অধিবাসীরা ধোকায় পড়ে মনে করতে থাকে যে, তারা এদেরকে ছেড়ে চলে গেছে। সকাল হলে তারা তাদের দ্বার খুলে এবং নিজেদের গবাদি-পশু নিয়ে বের হয়। মুসলমানরা হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করে, যাদের দেখে তারা ভয়ে কেঁপে উঠে। মুসলমানরা তাদের ওপর আক্রমণ করে আর সেই দ্বার দিয়ে শহরে প্রবেশ করে এবং তা জয় করে নেয়। হযরত উবাদা দুর্গে প্রবেশ করেন এবং তার প্রাচীরে চড়েন

এবং তার ওপর থেকেই তকবীর দেন। লাযেকিয়ার খ্রিষ্টানদের মধ্য থেকে একটি জাতি ইয়াসিদের দিকে পলায়ন করে, অতঃপর তারা নিরাপত্তা চায় আর বলে, তাদেরকে যেন তাদের ভূমিতে ফিরে আসতে দেওয়া হয়। প্রথমে তারা ভয়ে পালিয়ে যায় কিন্তু পরবর্তীতে তারা বলে যে, আমাদের নিরাপত্তা দিন, আমরা ফিরে আসতে চাই। অতএব খাজনা আদায়ের শর্তে জমি তাদের হাতে তুলে দেয়া হয় যে, তোমরা আয়ের একটি অংশ প্রদান করবে। এই বলে তাদেরকে তাদের জমি ফিরিয়ে দেওয়া হয় এবং তাদের উপাসনাস্থলও তাদের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয় যেখানে তারা উপাসনা করতো, এই বলে যে, ঠিক আছেযেভাবে ইচ্ছা তোমরা তোমাদের উপাসনা করতে পার। মুসলমানরা লাযেকিয়ায় হযরত উবাদা-র নির্দেশে একটি মসজিদ নির্মাণ করে যা পরবর্তীতে আরো সম্প্রসারিত করা হয়। হযরত উবাদা এবং মুসলমানগণ সমুদ্র-তীরে পৌঁছেন এবং বলদা নামক একটি শহর জয় করেন, যা জাবালা দুর্গ থেকে দুই ফারসাখ অর্থাৎ ছয় মাইল দূরত্বে অবস্থিত ছিল।

হযরত উবাদা এবং তার মুসলমান সাথীগণ এরপর ইনতার্তুস জয় করেন যা সিরিয়ায় সমুদ্র-তীরে অবস্থিত একটি শহর, তাদের মাধ্যমে বহু বিজয় অর্জিত হয়েছে। একইভাবে সিরিয়ার লাযেকিয়া, জাবালা, বালদা, ইনতার্তুস স্থানসমূহ হযরত উবাদা বিন সামেত (রা.)-এর হাতেই জয় হয়।

(ফুতুহুল বালদান, পৃ: ৮৩-৮৫) (মুজামিল বালদান, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৬৯)

একবার মহানবী (সা.) হযরত উবাদা (রা.)-কে কিছুজাকাতের সম্পদের কর্মকর্তা নিযুক্ত করেন এবং তাকে নসীহত করেন যে, আল্লাহ্ তা'লাকে সর্বদা ভয় করবে। এমন যেন না হয় যে, কিয়ামতের দিন উটকে তোমার নিজের কাঁধে উঠিয়ে আনতে হয় আর তা ক্রন্দনরত থাকবে। অথবা ছাগল তোমার নিজের কাঁধে উঠিয়ে আনতে হয় আর তা মেঁ মেঁ শব্দ করতে থাকবে; অর্থাৎ কোথাও খিয়ানত যেন না হয়। এমন যেন না হয় যে, তুমি সদকাগুলোর সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করবে না এমনটি যেন না হয়। সে যুগে সদকা হিসেবে উট, গাভী, বকরী প্রভৃতি আসতো, এমন যেন না হয় যে, যাকাত কিংবা সদকা হিসেবে আসা এই জিনিসগুলো তুমি সঠিকভাবে বণ্টন এবং রক্ষণাবেক্ষনের দায়িত্ব পালন করবে না। তাহলে কিয়ামতের দিন সেগুলোই তোমার জন্য বোঝা হয়ে যাবে। এ কথা শুনে হযরত উবাদা বিন সামেত বলেন, সেই সত্তার কসম যিনি আপনাকে (সা.) সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমি তো দুইজন ব্যক্তির দায়িত্বও গ্রহণ করব না।

আমার অবস্থা এরূপ যে, আমি কারো কোন বোঝা সহ্য করতে পারবো না। তাই আমাকে এ দায়িত্বপ্রদান না করলে ভালো হয়। মহানবী (সা.)-এর যুগে আনসারদের মধ্য থেকে পাঁচ ব্যক্তি কুরআন একত্রিত করেছিলেন যাদের নাম হলো:

হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.), হযরত উবাদা বিন সামেত (রা.), হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.), হযরত আবুআইউব আনসারী (রা.) এবং হযরত আবু দারদা (রা.)। (উসদুল গাবা, ফি মারেফাতিস সাহাব, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫৫)

হযরত ইয়াযিদ বিন সুফিয়ান (রা.) সিরিয়া বিজয়ের পর হযরত উমর (রা.)-কে লিখেন, সিরিয়াবাসীর জন্য এমন শিক্ষকের প্রয়োজন যিনি তাদেরকে কুরআন শিখাবেন এবং ধর্মীয় জ্ঞান দান করবেন। হযরত উমর (রা.) হযরত মুআয, হযরত উবাদা এবং হযরত আবু দারদা (রা.)-কে প্রেরণ করেন। হযরত উবাদা (রা.) ফিলিস্তিনে গিয়ে বসবাস করেন। হযরত জানাদা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, আমি যখন হযরত উবাদা (রা.)-র কাছে পৌঁছি তখন আমি তাকে যে অবস্থায় পেয়েছি তা হলো, তিনি আল্লাহ্‌র ধর্মকে খুব ভালোভাবে বুঝতেন অর্থাৎ অনেক জ্ঞানী মানুষ ছিলেন।

(আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫০৭)

মুসলমানরা যখন সিরিয়া বিজয় করে তখন হযরত উমর (রা.) হযরত উবাদা এবং তার সাথী হযরত মুআয বিন জাবাল ও হযরত আবু দারদা (রা.)-কে সিরিয়াবাসীদের কুরআন শিখানো এবং ধর্মীয় জ্ঞান দানের জন্য সিরিয়া প্রেরণ করেন। হযরত উবাদা (রা.) হিমস-এ অবস্থান করেন আর হযরত আবু দারদা (রা.) দামেস্ক-এ অবস্থান করেন এবং হযরত মুআয (রা.) ফিলিস্তিনের দিকে চলে যান। কিছুকাল পরে হযরত উবাদা (রা.)ও ফিলিস্তিনে চলে যান। সেখানে আমীর মুআবিয়া একটি বিষয় নিয়ে মতভেদ করে যা হযরত উবাদা (রা.) অপছন্দ করতেন অর্থাৎ ধর্মীয় কোন বিষয় নিয়ে মতভেদ ছিল। আমীর মুআবিয়া সেই বিষয় নিয়ে তার সাথে কঠোর ভাষায় কথা বলেন যার উত্তরে হযরত উবাদা (রা.) বলেন, আমি কখনোই আপনার সাথে একস্থানে থাকবো না। অতঃপর তিনি মদিনা চলে যান। হযরত উমর (রা.) জিজ্ঞেস করেন, এখানে আসার কারণ কী? তখন হযরত উবাদা (রা.) হযরত উমর (রা.)-কে সমস্ত ঘটনা খুলে বলেন যে, এভাবে মতভেদ হয়েছিল, তিনি আমার সাথে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় কথা বলেছেন। যাহোক মতবিরোধের কারণে তিনি ফিরে আসেন। এতে হযরত উমর (রা.) বলেন, তুমি নিজের জায়গায় ফিরে যাও আর আল্লাহ্ তা'লা এমন ভূমিকে নষ্ট করে দিবেন যেখানে তুমি অথবা তোমার মতো অন্য কেউ থাকবে না অর্থাৎ জ্ঞানী, ধর্মীয় জ্ঞানে সমৃদ্ধ, মহানবী (সা.)-এর পুরনো সাহাবীদের মধ্য থেকে অবশ্যই কারো সেখানে থাকা উচিত। নয়তো এটি সেইভূমির দুর্ভাগ্য। তাই তোমার ফেরত যাওয়া প্রয়োজন আর আমীর মুআবিয়াকে এই আজ্ঞা লিখে পাঠান যে হযরত উবাদা-র উপর তোমার কোন কর্তৃত্ব নেই।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫৫)

কিছু বিষয় রয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে যদি তিনি কিছু বর্ণনা করেন বা কোন কথা বলেন, তা শুনবে। আর তিনি যা বলেন তা সঠিক। যাহোক, হযরত উবাদা সম্পর্কে আরও অনেক কথা এবং রেওয়ায়েত রয়েছে যা ইনশাআল্লাহ্‌তা'লা পরবর্তী খুতবায় তুলে ধরা হবে, কারণ তা অনেক দীর্ঘ ও বিস্তারিত বর্ণনা; এর জন্য অতিরিক্ত সময় প্রয়োজন হবে।

এখন আমি একজন প্রয়াত মরহুমের স্মৃতিচারণ করতে চাই। এখন আমি তার জানাযাও পড়াব, উপস্থিত জানাযা এটি। তিনি হলেন মোকাররম তাহের আরেফ সাহেব, যিনি ঐশী তকদীরের অধীনে গত ২৬ আগস্ট তারিখে অত্যন্ত ধৈর্য্যসাপেক্ষ অসুস্থতার পর যুক্তরাজ্যে মৃত্যুবরণ করেছেন, ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। তার ক্যান্সার ছিল এবং তিনি অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে তা সহ্য করেছেন। তিনি পূর্বে সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন এবং অনেক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। সেখান থেকে অবসর গ্রহণ করেন; এরপর সম্প্রতি কয়েক বছর পূর্বে আমি তাকে ফযলে উমর ফাউন্ডেশনের সভাপতি নিযুক্ত করেছিলাম। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি ইদানীং ফযলে উমর ফাউন্ডেশনের সভাপতি ছিলেন এবং ধর্মসেবায় নিয়োজিত ছিলেন।

মোকাররম তাহের আরেফ সাহেব ১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং তার পরিবার মূলত শিয়ালকোটের অধিবাসী ছিল; কিন্তু পরবর্তীতে তারা সারগোধায় এসে বসবাস শুরু করেন। মোকাররম তাহের আরেফ সাহেবের পিতা মোকাররম চৌধুরী মুহাম্মদ ইয়ার আরেফ সাহেব জামাতের মুবাল্লেগ ছিলেন, যিনি মুবাল্লেগ হিসেবে ইংল্যান্ডে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। তার পিতা মুহাম্মদ ইয়ার আরেফ সাহেব লন্ডন মসজিদের নায়েব ইমামও ছিলেন, রাবওয়ায় তাহরিকে জাদীদের নায়েব ওয়াকিলুত্ তবশিরও ছিলেন। মোকাররম মওলানা মুহাম্মদ ইয়ার আরেফ সাহেব জামা'তের শীর্ষস্থানীয় তার্কিক ও বিজ্ঞ আলেমদের মধ্যে গণ্য হতেন। ১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চের যে সমাবেশে, পাকিস্তান সংক্রান্ত রেজোলুশান অনুমোদিত হয়, তাতে হযরত মওলানা আব্দুর রহীম নাইয়ার সাহেবের সাথে আহমদীয়া জামা'তেরপ্রতিনিধি হিসেবে মোকাররম মুহাম্মদ ইয়ার আরেফ সাহেবও অংশ নিয়েছিলেন; অর্থাৎ তাহের আরেফ সাহেবের পিতা। যাহোক, এভাবে তিনি ঐতিহাসিক এক সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। তাহের আরেফ সাহেবের মাতা ছিলেন মোহতরমা ইনায়েত সুরাইয়া বেগম সাহেবা। আর তার দাদা হযরত চৌধুরী গোলাম হোসেন ভাট্টি সাহেব সৈয়্যদনা হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। তাহের আরেফ সাহেব খুব জ্ঞান-পিপাসু জ্ঞানসন্ধানী মানুষ ছিলেন, আর খুব বড় পারদর্শী সাহিত্যিকও ছিলেন এবং কবিও ছিলেন। তিনি বেশ কয়েকটি পুস্ত কও রচনা করেছেন। তার দু'টি কবিতার সংকলন প্রসিদ্ধ, একটি হলো উর্দু ভাষার ও একটি পাঞ্জাবী ভাষার। এছাড়া তার আরও দু'টি বিখ্যাত বই রয়েছে; মহানবী (সা.) সম্পর্কে তিনি ইংরেজিতে একটি বই লিখেছেন, নাম 'মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম', আরেকটি বইয়ের নাম হলো 'পাকিস্তান মঞ্জিল বা মঞ্জিল' (পাকিস্তান ধাপে ধাপে), এটি তার দ্বিতীয় বই। তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে

দোয়াপ্রার্থী: Sk Hatem Ali, Uttar Hajipur, Diamond Harbour

যুগ খলীফার বাণী

আল্লাহ্‌র সামনে নতজানু হওয়াই হল বিপদাপদপূর্ণ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ। (খুতবা জুমা প্রদত্ত,১০ই মার্চ, ২০১৭)

দোয়াপ্রার্থী: Anowar Ali, Jamat Ahmadiyya Abhaipuri (Assam)

এম.এ করার পর সেখান থেকেই এল.এল.বি ডিগ্রিও অর্জন করেন। এরপর উচ্চতর শিক্ষার জন্য ইংল্যান্ডে চলে আসেন। লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্স থেকে এল.এল.এম ডিগ্রি অর্জন করেন এবং আল্লাহ্‌র কৃপায় লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'মার্ক অব মেরিট' সম্মাননাও লাভ করেন। লন্ডনে পড়ালেখা শেষ করে পাকিস্তানে চলে আসেন এবং এখানে সি.এস.এস পরীক্ষা পাস করেন এবং পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে যুক্ত হয়ে যান এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় উন্নতি করতে করতে পুলিশের মহাপরিদর্শক বা আইজি পদ পর্যন্ত পৌঁছেন। আর সেই সংকটময় পরিস্থিতিতে অর্থাৎআমাদের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ের পর পাকিস্তানে যে অবস্থা হয়েছিল, সেই পরিস্থিতি তার এই পদে পৌঁছা নিঃসন্দেহে তার অসাধারণ যোগ্যতার সাক্ষর বহন করে।

পাকিস্তান পুলিশ ছাড়া তিনি এফ.আই.এ এবং ইমিগ্রেশন ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোতেও নিযুক্ত ছিলেন। তিনি যখন উচ্চশিক্ষার জন্য ইংল্যান্ডে অবস্থান করছিলেন, তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌রাবে (রাহে.)-এর নির্দেশে চৌধুরী রশিদ সাহেব শিশুদের জন্য ইংরেজিতে যেসব পুস্তক-পুস্তিকা লিখেছিলেন, সেসব পুস্তকাদি লেখার ক্ষেত্রেও তিনি সহযোগিতা করার সুযোগ লাভ করেন এবং অনেক কাজ করেন।

আল্লাহ তা'লার কৃপায় তার হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পুস্তক পড়ার অনেক আগ্রহ ছিল আর অভ্যাগতভাবে নিয়মিত তিনি কোন না কোন পুস্তক পাঠ করতেন। আর কেবল পাঠই করতেন না বরং রীতিমত নোট নিতেন এবং নিজ বন্ধুদের সাথে সেগুলোর বিষয়বস্তু নিয়ে মতবিনিময়ও করতেন। নিয়মিত পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করতেন এবং এতে প্রণিধান করতেন। তার কোন আত্মীয়-স্বজন এ কথা লিখেন নি কিন্তু কথায় কথায় একবার তার উল্লেখ হলে আমি জানতে পারি যে, তিনি অত্যন্ত নিয়মিতভাবে তাহাজ্জুদের জন্য উঠতেন এবং তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতেন। চাকুরীকালীন সময়ে তিনি পাকিস্তানের যেখানেই অবস্থান করেছেন সর্বদা জামা'তের কাজে অংশ নিতেন। অত্যন্ত নির্ভিক মানুষ ছিলেন। খোদা তা'লার অনুগ্রহে, যেমনটি আমি বলেছি, তার পড়াশুনার গণ্ডি অনেক বিস্তৃত ছিল এবং মেধাবী ছিলেন। এজন্য তিনি তার ধর্মীয় ও জাগতিক পড়াশুনা ছিল ব্যপক এবং জ্ঞানের যথোপযু ক্ত ব্যবহার করতেন এবং জামা'তের বিভিন্ন বিষয়ে তিনি খুব ভালো মতামত রাখতে, একজন সঠিক পরামর্শদাতা ছিলেন। খিলাফতে আহমদীয়ার জন্যঅত্যন্ত আত্মাভিমানী ছিলেন। খুবই নিষ্ঠাবান এবং নির্ভীক আহমদী ছিলেন। সারাটি জীবন খিলাফতে আহমদীয়ার সুলতানে নাসীর হয়ে থাকারএবং জামা'তের একজন বিশ্বস্ত সেবক হিসেবে জীবন অতিবাহিত করার চেষ্টায় রত ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমি দেখেছি যে, তার এই প্রচেষ্টায় আল্লাহ্ তা'লা তাকে সফলও করেছেন। তিনি আমার সহপাঠি ছিলেন। কলেজে পড়ার সময় থেকে আমি তাকে জানি। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে সেই সময় থেকেই তার জ্ঞান আহরনের অনেক একাগ্রতা ছিল। তিনি একজন ভালো তার্কিকও ছিলেন। কলেজের বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতেন। একজন ভালো বক্তাও ছিলেন। আর আমি দেখেছি যে, সে সময়েও তার যথেষ্ট ধর্মীয় জ্ঞান ছিল। এই বিষয়টিও উল্লেখযোগ্য যে, তিনি মনে-প্রাণে জামা'তের সেবক এবং ওয়াকেফিনে জিন্দেগীদের জন্য বিশেষ শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসার চেতনা রাখতেন। এছাড়া আহমদী বন্ধুদের বৈধ সাহায্য-সহযোগিতার জন্য সদা প্রস্তুত থাকতেন। অত্যন্ত উচ্চপদে আসীন ছিলেন এদিক থেকে তিনি নিজ আহমদী ভাইদের বৈধভাবে যথাসাধ্য সাহায্য-সহযোগিতা করার চেষ্টা করেছেন।

২০১৪ সাল থেকে ফযলে উমর ফাউণ্ডেশনে তাঁর সেবাকাল আরম্ভ হয় যখন আমি তাকে ফযলে উমর ফাউণ্ডেশনের পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত করেছিলাম। এরপর ২০১৭ সালে ফযলে উমর ফাউণ্ডেশনের তৎকালীন সদর চৌধুরী হামীদ নাসরুল্লাহ্ খান সাহেবের ইন্তেকালের পর আমি তাকে ফযলে উমর ফাউণ্ডেশনের সদর হিসেবে নিযুক্ত করি আর যেমনটি আমিউল্লেখ করেছি, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি আমৃত্যু ফযলে উমর ফাউণ্ডেশনের সদর ছিলেন। মৃত্যু পর্যন্ত অর্থাৎ এখনে ইংল্যান্ডে চিকিৎসার জন্য আসার তিন চার মাস পূর্ব পর্যন্ত তিনি অত্যন্ত কষ্ট করে ফযলে উমর ফাউণ্ডেশনের কাজ সম্পাদন করতেন। সকল মিটিংয়ে নিয়মিত অত্যন্ত আগ্রহের সাথে যোগদান করতেন। তাঁর যুগে কাজের পরিধি বেশ বিস্তৃত হয়েছে। তার শোক সন্তপ্ত পরিবার হিসেবে তার স্ত্রী আনিসা তাহের সাহেবা, বড় ছেলে আসফান্দ ইয়ার আরেফ এবং তিন মেয়ে তাইয়েবা আরেফ, আযীযা অওজ ও বিনা তাহের আরেফকে রেখে গেছেন। দুই মেয়ের বিয়ে সম্পন্ন হয়েছে এবং এক ছেলে ও এক মেয়ের বিয়ে এখনো হয় নি।

তার মেয়ে তাইয়েবা আরেফ তাহের সাহেবা লিখেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের পিতা মোহতরম তাহের আরেফ সাহেব মরহুমকে প্রভূত পার্থিব উন্নতি দান করেছেন কিন্তু তিনি সর্বদা আহমদীয়াতের পরিচিতিকে অত্যন্ত বীরত্ব এবং আত্মাভিমানের সাথে সুপ্রতিষ্ঠিত রেখেছেন। একান্ত বিশ্বস্ত এবং আস্থাশীল কর্মকর্তা ছিলেন। ধর্মকে প্রাধান্য দানকারী, আল্লাহ্‌র প্রতি আস্থাবান, অত্যন্ত বিনয়ী মানুষ ছিলেন। তিনি একাধারে কবি, সাহিত্যিক, উচ্চমানের ব্যবস্থাপক, শিক্ষক, ধর্মীয় জ্ঞানে পারদর্শী, একজন দায়িত্ববান স্বামী ছিলেন, নিতান্তই স্নেহবৎসল পিতা এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো তিনি খোদা তা'লা এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ভালোবাসায় মগ্ন ছিলেন। তিনি বলেন, আমাদের মা বলেন, তিনি তাকে সর্বদা ন্যায় পরায়ণ এবং নরম স্বভাবের মানুষ হিসেবে পেয়েছেন। নিজ পদের উর্ধ্বে গিয়ে ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র সবার সাথে উত্তম ব্যবহার করতেন। কোন কোন আত্মীয়-স্বজন আবেগের বশবর্তী হয়ে এবং সম্পর্কের কারণে অনেক কথাই লিখে থাকে কিন্তু আমি তাকে ব্যক্তিগতভাবে জানি যে, তার সম্পর্কে যা-ই লিখা হয়েছে তার সবই সত্য। তিনি বাস্তবেই এমন ছিলেন।

মোবারক সিদ্দীকি সাহেব লিখেন, মরহুম তাহের আরেফ সাহেবের স্বভাবের মাঝে বিনয় ও নম্রতা ছিল এবং যুগ খলীফার সাথে গভীর বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যের সম্পর্ক ছিল। তিনি একজন উচ্চ মানের কবি এবং সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি বলেন, আমি একবার তাকে নিজের পছন্দের কোন কবিতা শোনাতে বলি। তিনি তখন খিলাফতের সাথে বিশ্বস্ততা সম্পর্কে তার এই পংক্তিটি শোনান: হে মনিব! তোমার গোলাম যদি কখনো তোমার পাশে থাকে তাহলে আমার দেহ যেন ঘাসের মতো তোমার চরণে লুটিয়ে পড়ে।

তিনি বলেন, একদিন এক বন্ধুভাবাপন্ন বৈঠকে আমি বলি, তাহের সাহেব! আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক আহমদীকে কোনও না কোনওভাবে অনেক সম্মানে ভূষিত করেছেন। আপনি পুলিশ বিভাগে অনেক বড় পদের কাজ করার সম্মান লাভ করেছেন। তিনি বলেন, এর চেয়ে অনেক বড় সম্মান হচ্ছে আমি আহমদী। এরপর তিনি আমার সাথে পড়ালেখা করার উল্লেখ করে বলেন যে, আমি যুগ খলীফার সহপাঠীও ছিলাম। এটি আমার জন্য অনেক বড় সম্মান। তার পিতা মোহতরম মওলানা মোহাম্মদ ইয়ার আরেফ সাহেব শিক্ষার্জনের উদ্দেশ্যে তাকে রাবওয়ার কলেজে ভর্তি করেছিলেন। যেহেতু এর কিছুদিন পরই আমাদের কলেজ জাতীয়করণ করে নেয়া হয়েছিল, তাই হোস্টেলে থাকার পরিবর্তে তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেসের কাছে আবেদন করেছিলেন এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেসের সাথে যেহেতু মওলানা মোহাম্মদ ইয়ার আরেফ সাহেবের খুব আন্তরিক সম্পর্ক ছিল, তাই তিনি তখন দারুয্ যিয়াফতে তার থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন আর সেখানে থেকেই তিনি তার পড়াশোনা সম্পন্ন করেন। ছাত্রজীবনে অকৃত্রিমভাবে অনেক কথা হয়ে যায়, হাসিঠাট্টা হয়। কিন্তু যখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) যখনআমাকে নাযেরে আলা নিযু ক্ত করেন, তখন থেকেই তিনি আমার সাথে খুব সম্মান ও শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণআরম্ভ করেন আরখিলাফতের আসনে আসীন হবার পর তো আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার ক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে গিয়েছিলেন।

আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন। তারমর্যাদা উন্নীত করুন। তার সন্তানদেরও পূর্ণ বিস্বস্ততার সাথে জামা'ত ও খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত রাখুন। তার বন্ধু, শুভাকাঙ্ক্ষী ও আত্মীয়-স্বজনরাও বিভিন্ন ঘটনা লিখে পাঠিয়েছেন যে, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি খুবই বিনয়ী, নম্র ও জ্ঞানী মানুষ ছিলেন।

এখন নামাযের পর আমি তার জানাযা পড়াব, এটি উপস্থিত জানাযা, তাই নামাযের পর ইনশাআল্লাহ্ আমি বাহিরে গিয়ে জানাযা পড়াব, বন্ধুগণ জানাযার জন্য এখানেই সারিবদ্ধ হোন।

****

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তা হৃদয়াঙ্গম করে সে ধনী, তার কোনও প্রকার দারিদ্রের আশঙ্কা নেই।

(সুনান সঈদ বিন মনসুর)

দোয়াপ্রার্থী: **Golam Mustafa, Amir Murshidabad District**

যুগ খলীফার বাণী

নিজেদের আনুগত্যের মানকে উন্নত করা মোমেনদের জন্য একান্ত জরুরী।

(খুতবা জুমা প্রদত্ত ২৪শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: **Nur Jahan Begum, Jamat Ahmadiyya kolkata**

জামাত আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের ত্রয়োদশতম বাৎসরিক শান্তি সম্মেলনে আমীরুল মু'মেনীন (আইঃ)-এর বরকতময় উপস্থিতি এবং ভাষণ।

জামাত আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের ব্যবস্থাপনার অধীনে ১৯ শে মার্চ, ২০১৬ তারিখে লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদে ত্রয়োদশতম বাৎসরিক শান্তি সম্মেলনের আয়োজন হয়। এই অনুষ্ঠানে সেক্রেটারী অব্ স্টেট, মেম্বার অব্ পার্লামেন্ট, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীবর্গ, ত্রিশটির অধিক দেশের প্রতিনিধি, সাংবাদিক এবং বিভিন্ন শ্রেণীর বুদ্ধিজীবি ও চিন্তাবিদ, সরকারি অধিকারি, মেয়র, বিভিন্ন ধর্ম সংস্থার কর্ণধার এবং বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত আহমদী ও অ-আহমদী মুসলমান পুরুষ ও মহিলারা অংশ গ্রহণ করেন। মসজিদে আগত অতিথিবর্গ রেজিস্ট্রেশনের পর তাঁরা কনফারেন্স হলে একত্রিত হন, এরই মাঝে কিছু অতিথিদেরকে মসজিদ বায়তুল ফুতুহ-র বিভিন্ন অংশ পরিদর্শন করানো হয়।

প্রোগ্রামের শেষে হুযুর আনোয়ার ডাইসে আসেন এবং বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম এবং এর ইংরাজি অনুবাদ পাঠ করে সভাপতির ভাষণ আরম্ভ করেন।

হুযুর আনোয়ার উপস্থিত অতিথিবর্গকে আসসালামো আলাইকুম-জানান এবং সমস্ত তাদেরকে এখানে উপস্থিত হওয়ার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে আপনাদের এখানে এসে এই সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করা বিশেষ গুরুত্বের দাবী রাখে কেননা, বর্তমানে বিভিন্ন সন্ত্রাসী গোষ্ঠী ইসলামের নামে অত্যন্ত দুঃখজনক কর্ম করে ইসলামের সুন্দর শিক্ষাকে বদনাম করছে। হুযুর আনোয়ার নভেম্বর মাসে প্যারিস শহরে হওয়া আক্রমণ এবং বিভিন্ন দেশে সংঘটিত সন্ত্রাসী ঘটনাবলীর উল্লেখ করে বলেন যে, যুক্তরাজ্যে এসিস্ট্যান্ট পুলিশ কমিশনার সম্প্রতি একটি বয়ানে সতর্কবাতা দিয়েছেন যে, সন্ত্রাসী গোষ্ঠী 'দাঈশ' এখানে ভয়াবহ হামলার ষড়যন্ত্র রচনা করছিল এবং তাদের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল ছিল গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র এবং সামূহিক ক্ষেত্রগুলি।

হুযুর বলেন, সাম্প্রতিককালে ইউরোপে সহসাই বিরাট সংখ্যক শরণার্থী উপস্থিত হয়েছে। যারফলে এখানকার অনেক বাসিন্দা হতাশা, ভয় ও সংশয়ের অনুভুতি নিয়ে দিনযাপন করছে। এমতাবস্থায় মুসলমানদের পক্ষ থেকে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে আপনাদের মধ্য থেকে অমুসলিমদের অংশ গ্রহণ করা প্রমাণ করে যে, আপনারা সাহসী, সহিষ্ণু এবং উন্মুক্ত মনা।

হুযুর বলেন, একটি ঘোর বাস্তব যে, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা থেকে কারোর আতঙ্কিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিছু মানুষ আছে যারা ইসলামকে উগ্রতাপ্রিয় ধর্ম মনে করে এবং ধারণা করে যে, ইসলাম আত্মঘাতী হামলা বা সন্ত্রাসপূর্ণ কার্যকলাপের অনুমতি দেয়। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে এর কোন সত্যতা নেই। সম্প্রতি একজন প্রখ্যাত সংবাদ লেখক একটি পত্রিকায় ইসলামোফোবিয়া (ইসলামাতঙ্ক) -এর ক্রমবর্ধমান প্রবণতা বিষয়ক একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধে তিনি লেখেন যে, আত্মাঘাতী হামলার বিষয়ে দীর্ঘ গবেষণার পর তিনি জানতে পেরেছেন যে, প্রথম আত্মঘাতী হামলা হয় ১৯৮০-এর দশকে। অথচ ইসলামের সূচনা হয়েছে ১৩০০ বছর পূর্বে এবং ইসলামের ইতিহাসে এমন কোন ঘটনা আমাদের চোখে পড়ে না। হুযুর বলেন, তাঁর দলিল খুবই যুক্তিপূর্ণ এবং তিনি সেটি যথাযথভাবেই উপস্থাপন করেছেন। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, আত্মঘাতী হামলা বর্তমান যুগের উদ্ভাবন এবং এর সঙ্গে ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষার কোন দূরতম সম্পর্কও নেই। ইসলামে সকল প্রকারের আত্মহত্যা নিষিদ্ধ। এই কারণে কোন প্রকারের আত্মঘাতী হামলা বা সন্ত্রাসী হামলার অনুমতি দিতে পারে না। এই ধরনের আক্রমণের ফলে নিরীহ শিশু, মহিলা এবং নিরস্ত্র নির্বিশেষে সকলকে অত্যন্ত অত্যাচারপূর্ণভাবে হত্যা করা হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন, সম্প্রতি টেক্সাসের রাইস ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ডক্টর কনসিডিন ক্রেগ তাঁর একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধে প্রমাণ করেছেন যে, তথা-কথিত ইসলামিক স্টেট (দাঈশ) -এর পক্ষ থেকে খ্রীষ্টানদের উপর যে অত্যাচার করা হচ্ছে নবী করীম (সা.)-এর কোন নির্দেশ বা লেখনী থেকে তার বৈধতা প্রমাণ করা যায় না। তিনি এও লেখেন যে, মহানবী (সা.) ইসলামি সমাজ ব্যবস্থার যে রূপরেখা অঙ্কন করেছিলেন তার ভিত্তি ধর্মীয় সহিষ্ণুতা এবং নাগরিকদের অধিকার সুরক্ষিত রাখার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। অতএব এটি পরিষ্কার হওয়া উচিত যে, এই সমস্ত উগ্রবাদী গতিবিধি ইসলামি নীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ইসলাম যদি কখনো যুদ্ধের অনুমতি দিয়েও থাকে তবে সেটি আত্মরক্ষার জন্য দেওয়া হয়েছিল এবং সেটিও এমন পরিস্থিতিতে যখন তাঁর উপর জোর করে যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। উদাহরণ স্বরূপ কুরআন শরীফের সুরা হজ্জ-এর ৪০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'লা বলেন যে, "যাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হইতেছে তাহাদিগকে (আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধ করার) অনুমতি দেওয়া হইল, কারণ তাহাদের উপর যুলুম করা হইতেছে, এবং নিশ্চয় আল্লাহ তাহাদিগকে সাহায্য করিতে পূর্ণ ক্ষমতাবান।

হুযুর আনোয়ার বলেন, ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে যে সকল যুদ্ধ হয়েছিল সেগুলি সবই খাঁটি ধর্মীয় যুদ্ধ ছিল যা ধর্মের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন ছিল। সুতরাং, ইতিহাস থেকে প্রমাণিত হয় যে, এই উদ্দেশ্যে সংঘটিত যুদ্ধগুলিতে শত্রুরা অস্ত্রসজ্জায় সুসজ্জিত ছিল এবং সংখ্যার বিচারে মুসলমানদের তুলনায় কয়েকগুণ ছিল, কিন্তু মুসলমানরা সংখ্যায় কম এবং সম্পূর্ণভাবে অস্ত্রসজ্জিত না হওয়া সত্বেও আল্লাহ তা'লা তাদেরকে জয়যুক্ত করেছেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, একজন মুসলমান হিসেবে যদি আজকের যুগের মুসলমানদের পক্ষ থেকে হওয়া যুদ্ধগুলির বিশ্লেষণ করি তবে আমি দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলতে পারি যে, এগুলি ধর্মীয় যুদ্ধ নয়। এর অনেকগুলি কারণের মধ্যে একটি কারণ হল এই যুদ্ধগুলির অধিকাংশই দেশের আভ্যন্তরীন দ্বন্দের কারণে হয়েছে কিম্বা প্রতিবেশী মুসলমান দেশের বিরুদ্ধে হয়েছে। এবং যে সমস্ত যুদ্ধগুলি অ-মুসলিম দেশের বিরুদ্ধে করা হয়েছে সেগুলিকেও ধর্মীয় যুদ্ধ রূপে গণ্য করা হয় নি। এবং দুই পক্ষ থেকেই মুসলমান সেনা যুদ্ধ করেছে। এটি স্পষ্ট থাকা উচিত যে, বর্তমানের যুদ্ধগুলি ইসলামিক বা কোন ধর্মীয় যুদ্ধ নয় বরং এগুলি অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সুবিধা অর্জনের উদ্দেশ্যে হচ্ছে এবং ইসলামের সুনাম হানির কারণ হচ্ছে।

হুযুর বলেন, এতক্ষন যা কিছু আমি বললাম তার থেকে আপনাদের কাছে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাওয়া উচিত যে, সত্য এবং প্রকৃত ইসলাম সম্পর্কে কোন রকম ভীত হওয়ার প্রয়োজন নেই। ইসলাম, উগ্রবাদ, আত্মঘাতী হামলা এবং নির্বিচারে হত্যালীলার কোন ক্রমেই অনুমতি দেয় না। ইসলামোফোবিয়ার কোন বৈধতা নেই, কেননা, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা শান্তি প্রতিষ্ঠা, সহিষ্ণুতা এবং পরস্পরকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের প্রতিই উদ্বুদ্ধ করে।

ইসলামী শিক্ষা মানবীয় মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং সমস্ত মানুষের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা এবং সকলের জন্য স্বাধীনতার নীতি সমর্থন করে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আরও একটি বিষয় রয়েছে যা একজন মুসলমান হিসেবে আমাকে যুদ্ধের প্রতি আসক্ত হওয়ার পরিবর্তে সমস্ত মানুষকে ভালবাসতে বাধ্য করে এবং সেটি হল কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'লা প্রারম্ভিক সুরার দ্বিতীয় আয়াত নিজেকে 'সমস্ত জগতের প্রভু-প্রতিপালক' ঘোষণা করেন। এবং তৃতীয় আয়াতে তিনি বলেন, 'রহমানির রহীম'' ।অতএব, আল্লাহ তা'লা যদি নিজেকে সমস্ত মানুষের প্রভু-প্রতিপালক বলেন এবং অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়, তবে এটি কিভাবে সম্ভব যে, ঈমান আনয়নকারীদের আদেশ

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে **ব্যক্তি কারো মধ্যে কোন ত্রুটি বা দুর্বলতা দেখা সত্ত্বেও তা গোপন রেখেছে, তার উপমা সেই ব্যক্তির যে সমাধিস্ত এক জীবিত শিশুকন্যাকে কবর থেকে উদ্ধার করে তার প্রাণ রক্ষা করেছে।**

(সুনান আবু দাউদ)

দোয়াপ্রার্থী: Begum Aseya Khatun, Hahari (Murshidabad)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: তোমাদের নিকট যখন কোন জাতির সম্মানীয় কোন ব্যক্তি আসে তখন তাকে যথাযোগ্য সম্মান দাও।

(সুনান ইবনে মাজা)

দোয়াপ্রার্থী: Sabina Yasmin, Jamat Ahmadiyya Bilaspur (Chhattisgarh)

দিবেন তাঁরই সৃষ্টির একাংশকে অন্যায়পূর্ণভাবে হত্যা করতে এবং বা যে কোন প্রকারে কষ্টে নিপতিত করতে? এই প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই এটিই হবে যে, এমন আদেশ আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে হতে পারে না।

হুযুর বলেন, এর বিপরীতে এটি সম্পূর্ণ সত্য যে, আল্লাহ তা'লা অত্যাচার, অমানবীয় আচরণ এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করার আদেশ দিয়ে রেখেছেন। ইসলামী শিক্ষানুযায়ী একজন মুসলমানকে একজন অত্যাচারীর হাত থেকে রক্ষা করার, যাবতীয় প্রকারের অন্যায়-অত্যাচারকে সমাজ থেকে দূর করার চেষ্টা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, ইসলামী শিক্ষানুযায়ী এই কাজটি দুইভাবে করা যায়। এক, পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান বের করা। এটি পছন্দনীয় পন্থা। কিন্তু যদি এমনটি সম্ভব না হয় তবে দ্বিতীয় পন্থা অবলম্বন করার আদেশ দেওয়া হয়েছে । অর্থাৎ বলপ্রয়োগের মাধ্যমে অন্যায়কে প্রতিহত কর যাতে সমাজে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন, ধর্মের গন্ডীর বাইরেও কিছু বিধি-নিয়ম থাকে যেগুলি উল্লঙ্ঘনকারীদের কে শাস্তি দেওয়া হয়ে থাকে। যদি শাস্তি ছাড়াই সংশোধন সম্ভব হয় বা সামান্য শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে সংশোধন সম্ভব হয় তবে সেটি সর্বোত্তম উপায়। কিন্তু যদি সংশোধনের জন্য কঠোর শাস্তি দেওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে তবে সমাজের মঙ্গলার্থে এবং নিদর্শনমূলকভাবে সেই শাস্তি দেওয়া হয়ে থাকে। এখন যদি বিষয়টিকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে যে, ইসলামী শিক্ষায় অপরাধের শাস্তি কেবল প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে কিম্বা কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে দেওয়া হয় না । বরং এর উদ্দেশ্য হল অন্যায়ের অবসান চাওয়া এবং ইতিবাচক পন্থায় মানুষের সংশোধন করা। কুরআন করীম অনুসারে ক্ষমা করলে বা দয়া প্রদর্শিত হয়ে যদি কোন ব্যক্তির বা সম্প্রদায়ের সংশোধন সম্ভব হয় তবে এই পদ্ধতিই অবলম্বন করা উচিত। কিন্তু ক্ষমা প্রদানের দ্বারা যদি সংশোধনের উদ্দেশ্য পূর্ণ না হয় তবে সমাজের সংশোধন এবং কল্যাণার্থে শাস্তি বহাল হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই কারণে ইসলামে শাস্তির অবধারণা এক অনন্য এবং দূরদর্শী চিন্তাধারাকে লালন করে, কেননা, এর উদ্দেশ্য হল সমাজের মঙ্গলার্থে মানুষকে প্রশিক্ষিত করে তোলা এবং সমাজে উচ্চ মানবীয় মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত করা যাতে মানুষ নিজেদের সৃষ্টিকর্তা গুণবলীকে নিজেদের সত্তায় ধারণ করার মাধ্যমে একে অপরের প্রতি যত্নবান হয়। এই কারণে ইসলাম কোন ব্যক্তির বা সম্প্রদায়ের অধিকার হরণ হলে আত্মসাতকারীকে তার অপরাধের স্বরূপ অনুসারে শাস্তি প্রদানের আদেশ দেয়। কিন্তু পক্ষান্তরে, যদি শাস্তি প্রদান ব্যতিরেকে সমাজের সংশোধন সম্ভব হয় তবে এই পন্থাটিকে সর্বোত্তম বলে পরিগণিত করা হয়েছে। এই কারণেই আল্লাহ তা'লা কুরআন মজীদের সুরা নূরের ২৩ নম্বর আয়াতে বলেন, 'তাহারা যেন ক্ষমা করে এবং মার্জনা করে। তোমরা কি চাহনা যে, আল্লাহ তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন। বস্তুতঃ আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।'

অনুরূপভাবে সুরা আলে ইমরানের ১৩৫ নম্বর আয়াতে তিনি বলেন, 'যাহারা ক্রোধ সংবরণকারী ও মানুষের প্রতি মার্জনাশীল, বস্তুতঃ আল্লাহ্ ভালবাসেন সৎকর্মশীলগণকে।' এছাড়াও কুরআন মজীদের একাধিক স্থানে এই আদেশ রয়েছে যে, যেখানে সম্ভবপর হয় ক্ষমার পন্থা অবলম্বন করা উচিত। কেননা, প্রকৃত উদ্দেশ্য হল চরিত্র সংশোধন এবং চরিত্র গঠন, প্রতিশোধ গ্রহণ নয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন, বিভিন্ন দেশ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধের মীমাংসা এবং ন্যায়নীতির দীর্ঘস্থায়ী প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ তা'লা কুরআন মজীদের সুরা হুজরাত-এর ১০ নম্বর একটি সোনালী নীতি বর্ণনা করেছেন। ' এবং যদি মো'মেনদের দুইদল পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদের উভয়ের মধ্যে তোমরা মীমাংসা করাইবে; যদি (মীমাংসার পরে) তাহাদের উভয়ের মধ্যে হইতে একদল অপর দলের উপর বিদ্রোহ করিয়া আক্রমণ করে তাহা হইলে তোমরা সকলে মিলিয়া যে বিদ্রোহ করিয়াছে তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া যাইবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আল্লাহ্‌র নির্দেশের দিকে ফিরিয়া আসে। যদি সে ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে তোমরা তাহাদের উভয়ের মধ্যে ন্যায়পরায়ণতার সহিত মীমাংসা করাইয়া দিবে এবং সুবিচার করিবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন।" এই সমস্ত নীতি বিশ্লেষণ করলে প্রমাণ হয় যে, সমগ্র মানবজাতির প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ তা'লা চাহেন, আমরা যেন সকলে শান্তির সাথে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পরস্পর মিলেমিশে সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করি।

হুযুর আনোয়ার বলেন, যতদূর ধর্মীয় শিক্ষার সম্পর্ক, ইসলামী ধর্মবিশ্বাস ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং ধর্মীয় সহিষ্ণুতার পথিকৃত। ইসলামে প্রত্যেক ব্যক্তির কেবল নিজের ধর্মীয় স্বাধীনতাটুকু উপভোগ করার অনুমতিই নেই বরং তার নিজস্ব ধর্মের প্রচার ও প্রসার করারও ঢালাও অনুমতি আছে। ধর্ম এবং বিশ্বাস এই দুটি হৃদয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয়। এই কারণে ধর্ম অবলম্বনের ক্ষেত্রে কোন বল প্রয়োগ নেই। অথচ আল্লাহ তা'লা ইসলামকে একটি সম্পূর্ণ ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তথাপি কাউকে জোরপূর্বক ইসলাম গ্রহণ করানোর কারোর অধিকার নেই। প্রত্যেক ব্যক্তি সে যে কোন ধর্মের প্রতিই আকৃষ্ট হোক বা না হোক তার ইসলাম গ্রহণ করার স্বাধীনতা আছে। কিন্তু মৌলিক বিষয় হল সে যেন ইসলাম স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে এবং ইসলাম গ্রহণ করার এই সিদ্ধান্ত সে কোন চাপের মুখে না নেয়। অনুরূপেই সে যদি ইসলাম ত্যাগ করতে চায় তবে কুরআনী শিক্ষা অনুযায়ী এমন পুরুষ বা মহিলা ইসলাম ত্যাগ করার পূর্ণ অধিকার রাখে। যদিও আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস যে, ইসলাম একটি বৈশ্বিক ধর্ম এবং এর শিক্ষাবলী পূর্ণাঙ্গীন। তথাপি কোন ব্যক্তি যদি ইসলাম ত্যাগ করতে চাই তবে এটির তার ইচ্ছা এবং সে নিজেই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকার রাখে। সুরা মায়েদার ৫৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'লা বলেন, যদি তোমাদের মাঝে থেকে কেউ ধর্ম ত্যাগ করে চলে যেতে চাই তবে সে চলে যাক, আল্লাহ তা'লা তার স্থানে উন্নততর এবং নিষ্ঠাবান ব্যক্তিকে নিয়ে আসবেন। সুতরাং তাকে কোন ধরণের শাস্তি দেওয়ার বা তার উপর কোন প্রকার বিধি-নিষেধ আরোপ করার কোন সরকার বা সম্প্রদায় বা ব্যক্তির অধিকার নেই। সুতরাং, এটি সম্পূর্ণ ভুল এবং ভিত্তিহীন আরোপ যে, ইসলামে ধর্মত্যাগের কোনও শাস্তি আছে। ইসলামী শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু হল আল্লাহ তা'লার সত্তা এবং আল্লাহ তা'লা সমগ্র মানবজাতির প্রভু-প্রতিপালক। এর অর্থ হল, যারা ইসলামের নামে কঠোরতা এবং অত্যাচারপূর্ণ কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে তারা আল্লাহ তা'লাকে প্রভু-প্রতিপালক হিসেবে মান্য করে না। অথবা আল্লাহ তা'লা যে প্রভু-প্রতিপালক এ বিশ্বাস তারা রাখলেও কিন্তু বিষয়টি তাদের বোধগম্যের উর্দ্ধে। এই কারণেই তারা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা থেকে বহুদূরে অবস্থান করছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, আমরা আহমদীরা বিশ্বাস করি যে, এমন ভুলের সংশোধনের জন্য আল্লাহ তা'লা যুগের ইমাম জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতাকে আবির্ভুত করেছিলেন। তিনি আমাদেরকে বলেন, ধর্মীয় যুদ্ধের যুগ এখন অতীত, এবং আল্লাহ তা'লা চান যে, মানুষ যেন শান্তি ও সম্প্রীতির সঙ্গে পরস্পরের অধিকার প্রদান করার মাধ্যমে বন্ধুত্বপূর্ণভাবে জীবন যাপন করে। এই প্রসঙ্গে তিনি নিজের জামাতকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার দিক থেকে ধর্মের দুটি অংশ রয়েছে বা বলা যেতে পারে যে, ধর্ম দু'টি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমতঃ এক-অদ্বিতীয় খোদাকে পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে সনাক্ত করা, এবং তাঁর প্রতি নিষ্ঠা, ভালবাসা এবং ভালবাসার যাবতীয় দাবী পূর্ণ করার মাধ্যমে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করা। দ্বিতীয়তঃ তাঁর সৃষ্টির সেবা করা এবং নিজের যাবতীয় শক্তি ও সামর্থ্যকে অপরের সেবার্থে নিয়োজিত করা। কোন সম্রাট হোক বা প্রশাসক হোক বা সাধারণ মানুষ, যে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে পূণ্য কর্ম করে, প্রতিদানে আপনিও তার সঙ্গে কৃতজ্ঞতাপূর্বক আচরণ করুন। এবং তাঁর সঙ্গে সর্বদা ভালবাসার সম্পর্ক বজায় রাখুন।

এরপর হুযুর (আ.) সুরা নাহলের ৯১ নম্বর আয়াতের তফসীর বর্ণনা করেন, যে আয়াতটির অর্থ হল, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ সুবিচার ও উপকার সাধন করিবার এবং আত্মীয়স্বজনকে (দান করিবার ন্যায় অন্য লোকদিগকেও) দান করিবার আদেশে দিতেছেন এবং (সর্বপ্রকার) অশ্লীলতা ও মন্দ কার্য এবং বিদ্রোহ করিতে বারণ করিতেছেন' । আয়াতটির তফসীর বর্ণনা করে বলেন, খোদা তা'লা চান যে, তোমরা যেন সমগ্র মানবমণ্ডলীর প্রতি ন্যায় নীতি অবলম্বন কর। এর দ্বারা মুসলমানদেরকে আদেশ প্রদান করা হয়েছে যে, তারা যেন ঐ সমস্ত মানুষের প্রতি পূণ্য কর্ম করে যারা তোমাদের প্রতি কোন

যুগ খলীফার বাণী

জাগতিক কামনা-বাসনার শির্‌ক এড়িয়ে চলারও প্রয়োজন আছে।

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ২৪ শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: **Nur Alam, Amir Jalpaiguri District**

যুগ খলীফার বাণী

প্রকৃত সফলতা লাভ এবং জীবনের স্বার্থকতা পূরণের জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের পূর্ণ আনুগত্য করা জরুরী।

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ২৪ শে মে, ২০১৯)

Abdur Rehman Khan, Manager Lilly Hotel (Gouhati)

পুণ্য কর্ম করে নি। এরপর তিনি এও বলেন যে, এটি মুসলমানদের কাছে দাবি করে যে, তারা যেন খোদা তা'লার সৃষ্টির সাথে এমন পর্যায়ের সহানুভূতিপূর্ণ ও আত্মীয়সুলভ আচরণ করে। যেরূপ একজন মা নিজের সন্তানের প্রতি আচরণ করে।' এখানে হুযুর (আ.) বলছেন, প্রত্যেক মুসলমান যেন জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে এমনভাবে ভালবাসে যেরূপ মা তার নিজের সন্তানকে ভালবাসে। কেননা, এটি হল অকৃত্রিম, নির্ভেজাল ও উৎকৃষ্ট পর্যায়ের ভালবাসা। দ্বিতীয় পর্যায়ে মানুষ যেখানে একে অপরের প্রতি অনুগ্রহপূর্ণ আচরণ করে সেখানে এমন সম্ভাবনাও নিহিত থাকে যে, অনুগ্রহকারী তার অনুগ্রহের বড়াই করবে এবং প্রতিদানে অনুগ্রহের আকাঙ্খাও পোষণ করবে। কিন্তু তা সত্বেও মায়ের ভালবাসা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হয়ে থাকে, এবং সন্তানের প্রতি তার ভালবাসার সম্পর্ক এমনই অনন্য হয়ে থাকে যে, সে তার জন্য সমস্ত কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকে, কিন্তু সে কোন প্রকার প্রতিদানের আকাঙ্খী হয় না বা কোন প্রকার প্রশংসার মুখাপেক্ষীও হয় না। এই কারণেই এটি হল সেই পরম মার্গ ইসলাম যার শিক্ষা দিয়ে থাকে। যে দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলমানদেরকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি এমন ভালবাসা রাখার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যেরূপ একজন মা তার সন্তানকে ভালবাসে। এটিই ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, আল্লাহ তা'লার আদেশ হল, আল্লাহ তা'লা চান তাঁর প্রতি ঈমান আনে তারা যেন যার তাঁর গুণাবলীকে নিজেদের মধ্যে ধারণ করে। অতএব, কারোর প্রতি অত্যাচার করা একজন মুসলমানের পক্ষে সম্ভবই নয়। অনুরূপভাবে কোন প্রকার অন্যায়, অত্যাচার এবং চরমপন্থার অনুমতি দেওয়াও ইসলামের পক্ষে সম্ভব নয়।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, বিগত কয়েক বছরে বহুবার ইসলামের মৌলিক শিক্ষার এই বিষয়গুলি আমি বর্ণনা করেছি। হুযুর বলেন, আমি একাধিক বার কুরানের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করেছি যে, আমি যা কিছু বলেছি তা ইসলাম সম্মত শিক্ষা। তথাপি এটিও বাস্তব যে, আমাদের শান্তির বার্তাকে সংবাদ মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয় না। অথচ এর বিপরীতে সেই সকল মুষ্টিমেয় মানুষদেরকে বিশ্ব মিডিয়ায় অনবরত প্রচার করা হয় এবং অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় যারা যাবতীয় প্রকারের জুলুম, অত্যাচার ও হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত রয়েছে।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, মিডিয়া মানুষের মধ্যে একটি সাধারণ ধারণা বা মত তৈরী করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই কারণে মিডিয়াকে তাদের এই শক্তিকে দায়িত্বসহকারে সমাজের কল্যাণ এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা উচিত। মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের অন্যায় কাজের প্রতি নিজেদের মনোযোগ নিবদ্ধ না রেখে তাদের উচিত ইসলামের প্রকৃত চিত্র পৃথিবীর সামনে তুলে ধরা। সন্ত্রাসী ও উগ্রপন্থী সংগঠনগুলির এমন অপকর্মের প্রচার তাদের জন্য অক্সিজেনের কাজ দেয়। এই কারণে আমার এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, যদি মিডিয়া এদিকে মনোযোগ দেয় তবে আমরা অচিরেই পৃথিবী ব্যপি অন্যায়-অত্যাচার, বর্বরতা, এবং সন্ত্রাসের অবসান হতে দেখব।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমি ব্যক্তিগতভাবে এবিষয়টি বুঝতে অক্ষম যে, উগ্রবাদীরা কিভাবে ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে নিজেদের ঘৃণ্য অপকর্মের বৈধতা অর্জন করতে পারে যারা ইসলাম এবং এর উৎকৃষ্ট শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে ? ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষা যাবতীয় প্রকারের উগ্রতা থেকে এমন ভাবে বাধা প্রদান করে যে বৈধ যুদ্ধের সময়ও আল্লাহ তা'লা আদেশ দিয়েছেন, শাস্তি যেন অপরাধ অনুপাতেই দেওয়া হয়, এবং ধৈর্য অবলম্বন করা এবং ক্ষমাশীলতা প্রদর্শন করা উত্তম। অতএব, যে সমস্ত নামধারী মুসলমানরা হিংসা, অন্যায় ও বর্বরতায় লিপ্ত আছে তারা আল্লাহ তা'লার শাস্তি এবং অসন্তুষ্টিকে আমন্ত্রন জানাচ্ছে।

হুযুর বলেন, বর্তমানে যখন মানুষের মনে ইসলাম সম্পর্কে ভীতি ক্রমশ বেড়ে চলেছে, আমি একথা অত্যন্ত জোর দিয়ে বলতে চাই যে, কুরান করীম বার বার ভালবাসা এবং বিনম্রতার উপর গুরুত্ব দিয়েছে। যদি কোন অত্যন্ত অবাঞ্ছিত পরিস্থিতিতে কুরান করীম আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের অনুমতিও প্রদান করে থাকে তবে সেটি কেবল শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ছিল।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, বর্তমানে আমরা দেখি যে, মুসলিম হোক বা অ-মুসলিম, অধিকাংশ দেশ এবং সংগঠন যারা যুদ্ধে লিপ্ত আছে তারাও দাবি করে যে, তারা শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করছে। সাধারণত দেখা যায় যে, বৃহত শক্তিগুলির পক্ষ থেকে যখন যুদ্ধ করা হয় তখন মানুষ সেগুলিকে উপেক্ষা করে বা অন্ততপক্ষে তাদের কার্যকলাপকে কোন ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে না। তথাপি আমরা যেহেতু এমন একটি পরিবেশে বসবাস করছি যেখানে ইসলামি শিক্ষাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হচ্ছে, আমরা লক্ষ্য করি যে যাবতীয় প্রকারের অন্যায়-অত্যাচার এবং যুদ্ধে যেখানে মুসলমানরা লিপ্ত আছে সেগুলিকে অবিলম্বে ইসলামি শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দেওয়া হয়। অথচ ঐ সমস্ত মানুষ এবং সম্প্রদায়ের কথাকে কানেই তোলা হয় না যারা ইসলামের প্রকৃত এবং শান্তিপূর্ণ শিক্ষর প্রচার ও প্রসারে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আর সেগুলি ব্যাপকভাবে উপযুক্ত প্রচারও পায় না।

হুযুর (আই.) বলেন, আমার নিকট এটি অত্যন্ত অন্যায় এবং নেতিবাচক পরিণাম বয়ে আনবে। এই ধরণের বৈশ্বিক সংকটের সময় আমাদেরকে এই মৌলিক নীতিটি স্মরণ রাখা উচিত যে, যাবতীয় প্রকারের মন্দ কর্ম এবং অন্যায়কে যেন দমন করা হয়, এবং প্রত্যেক প্রকারের পুণ্য কর্ম ও মানবিকতাকে বিস্তার দেওয়া হয়। এইরূপে মন্দ কর্ম বেশিদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারবে না। পক্ষান্তরে পুণ্যের প্রসার ঘটবে এবং আমাদের সমাজকে সুন্দর করে তুলবে। যদি আমরা এই পুণ্যকে আরও বিস্তৃত করি তবে এইরূপে আমরা তাদের উপর জয়যুক্ত হতে পারব যারা শান্তি ও মানবতার উচ্চতর মূল্যবোধকে বিলুপ্ত করতে চায়। কিন্তু আমরা দেখি যে, পৃথিবীবাসী এই নীতিকে গ্রহণ করতে এবং বুঝতে সক্ষম নয়, এবং এই কারণেই মিডিয়া বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার উপর নিজেদের সংবাদপত্রের সার্কুলেশন বৃদ্ধি এবং দর্শক সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়টিকে বেশি প্রাধান্য দেয়। সেই মিডিয়া যারা মুষ্টিমেয় মানুষের অন্যায়-অত্যাচার প্রচার করে, বস্তুতঃ তারা দাঈশের মত অসৎ সংগঠনগুলির ষড়যন্ত্রকে সহায়তা দেওয়ার কারণ হচ্ছে। অথচ মিডিয়ার কর্তব্য হল পৃথিবীতে বিদ্যমান পুণ্যকর্মগুলিকে স্পষ্টরূপে তুলে ধরা। কিন্তু তারা এক্ষেত্রে ব্যর্থ প্রতিপন্ন হচ্ছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, এটি একটি এমন অন্যায় যা আরও বেশি বিভাজন ও বিবাদের বীজ বপন করছে। বিশ্ব রাজনীতিতে সন্ত্রাসবাদকে পরাস্ত করতে হলে শান্তি প্রতিষ্ঠাকেই আমাদের পরম লক্ষ্যরূপে নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এর জন্য সকলের ঐক্যবদ্ধ হওয়া দরকার। যদি আপনার মুসলমানের কথায় ভরসা না করেন তবে আমি আপনাদের সামনে কিছু বিশিষ্ট অ-মুসলিম ব্যক্তিত্বের বিবৃতি উপস্থাপন করব যারা রাজনীতিতে খ্যতি অর্জন করেছেন, তাঁরা বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠার আকাঙ্খী। উদাহরণ স্বরূপ যখন আমরা বলি যে, উগ্রপন্থাকে, বিশেষ করে দাঈশের মত সন্ত্রাসী সংগঠনকে কিভাবে পরাস্ত করা যায় - এর উত্তরে অষ্ট্রিয়ার বিদেশ মন্ত্রী সম্প্রতি এক বিবৃতিতে বলেছেন, আমাদের প্রজ্ঞাপূর্ণ কার্যবিধির প্রয়োজন যার মধ্যে ইসলামিক স্টেটসের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য সিরিয়ার সদর আসদকেও নিজেদের সাথে মিলিয়ে নিতে হবে। তিনি বলেন, আমার মতে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে প্রাধান্য দিতে হবে এবং এটি রাশিয়া ও ইরানের মত বৃহত শক্তিগুলির সহায়তা ব্যতিরেকে সম্ভব নয়।

অনুরূপভাবে প্রফেসর জন গ্রে, যিনি একজন প্রাক্তন রাজনীতিক দর্শনবিদ এবং যিনি লন্ডনের স্কুল অব ইকনমিক্সে দীর্ঘ সময় যাবৎ পাঠদান করেছেন। তিনি সম্প্রতি 'বর্তমানের রাজনৈকিত অবস্থার উপর শান্তিকে প্রধান্য দান'-এর গুরত্ব প্রসঙ্গে লিখেন যে, 'প্রশাসনিক ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক হোক বা, একনায়কতন্ত্রী হোক, বাদশাহী হোক কিম্বা প্রজাতান্ত্রিক হোক, এবিষয়গুলি শান্তি প্রতিষ্ঠার তুলনায় অত্যন্ত তুচ্ছ বিষয়।

হুযুর (আই.) বলেন, আমার মতে এটি অত্যন্ত পরিণামদর্শী বিশ্লেষণ। তথাপি,বৃহত শক্তিগুলি সেই সব দেশগুলিতে শাসনব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছে যেখানে শাসনব্যবস্থা পূর্বে তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল ছিল। উদাহরণ স্বরূপ পশ্চিমা দেশগুলি ইরাক থেকে সাদ্দাম হোসেনকে অপসারিত করার জন্য ব্যকুল ছিল। এই তের বছর ব্যপি যুদ্ধের বেদনাদায়ক পরিণাম আজও অনুভব করা যায়। আরও একটি সুস্পষ্ট উদাহরণ হল লিবিয়ার যেখানে সদর কাযাফিকে ২০১২ সালে জোর পূর্বক পদচ্যুত করা হল এবং সেই সময় থেকে লিবিয়া নিরবিচ্ছিন্ন অরাজকতা এবং ধ্বংসের পঙ্কিলে ডুবেই চলেছে। লিবিয়ায় এই রাজনৈতিক শূন্যতার সরাসরি পরিণাম এই হল যে, এখন সেখানে দাঈশ সন্ত্রাসের মজবুত ভিত্তি এবং জাল বিস্তার করে সে ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠছে। এখন পরিস্থিতি আরও ভয়ানক হয়ে উঠেছে। আর এই বিপদ কেবল এই অঞ্চলের জন্যই নয় বরং ইউরোপের জন্যও ভয়ের কারণ রয়েছে যার সম্পর্কে আমি কয়েক বছর পূর্বেই সতর্ক করেছিলাম। এই কারণে এমন সব দেশে শাসনব্যব্যবস্থার পরিবর্তনকে প্রাধান্য দেওয়ার পরিবর্তে এবিষয়টিকে নিশ্চিত করা আবশ্যক যে, জনসাধারণ যেন নিজেদের মৌলিক অধিকার পায় এবং দীর্ঘমেয়াদী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিবাহের নেমন্ত্রণ পত্রে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' লেখার কারণে আহমদীদের উপর মোকদ্দমা হয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন অভিযোগের ভিত্তিতে অনেক আহমদী বন্দী আছেন।

আমরা নিজেদের মসজিদকে মসজিদ বলতে পারব না, সেখানে আযান দিতে পারব না।

কংগ্রেস ম্যান আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, প্রধানমন্ত্রী যুলফিকার আলি ভুট্টু কেন আহমদীদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করল! অথচ সে তো নিজেকে একজন ধর্মনিরপেক্ষ নেতা বলে পরিচয় দিত।

হুযুর আনোয়ার বলেন,"ভুট্টু মনে করেছিল আহমদীরা ক্রমশঃ দেশে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। নির্বাচনে আহমদীরা তার জন্য কাজ করেছিল, বিশেষ করে সেই সমস্ত অঞ্চলে যেখানে তাকে কেউ চিনত না। আমাদের জামাত একটি সংগঠিত জামাত। আমাদের ভোট ছিল। আহমদীরাই ভুট্টুকে সরকার গঠনের মত অবস্থায় এনে দাঁড় করিয়েছিল। দ্বিতীয়ত, মুসলিম বিশ্বের নেতা হওয়ার তার উচ্চকাঙ্খা ছিল। সে পাকিস্তানে 'সামিট' কনফারেন্সেরও আয়োজন করেছিল যেখানে মুসলিম বিশ্বের নেতাগণ অংশগ্রহণ করেছিলেন। ভুট্টু মনে করেছিল যে আহমদীদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করে দিলে মুসলিম দেশগুলিতে আমার জন্য এক বিশেষ মর্যাদা তৈরী হবে। এই সমস্ত ঘটনা রাজনৈতিকভাবে পরিচালিত হয়েছিল।

হুযুর আনোয়ারের লন্ডন আসা প্রসঙ্গে আলোচনা হলে, হুযুর আনোয়ার বলেন, 'আমি চতুর্থ খলীফার মৃত্যুর পর কিছুদিনের জন্য লন্ডন এসেছিলাম। আমি তো ফিরে যাওয়ার জন্য এসেছিলাম। এরপর 'খলীফাতুল মসীহ্' হিসেবে নির্বাচিত হলাম। এখন আমি পাকিস্তান ফিরে যেতে পারতাম না। সেখানে কাউকে 'আসসালামো আলাইকুম বলতে পারতাম না, খুতবা দিতে পারতাম না আর খলীফা হিসেবে নিজের দায়িত্বাবলী পালন করতে পারতাম না।

হুযুর আনোয়ার বলেন,আজ আমি এখানে হিউস্টন থেকে খুতবা দিলাম যা গোটা বিশ্বে সম্প্রচারিত হল, তৎসঙ্গে আটটি ভাষায় অনুদিতও হল। কিন্তু পাকিস্তানে এমনটি হওয়া সম্ভব ছিল না।

সবকিছু শুনে কংগ্রেসম্যান বলেন: এমন পরিস্থিতিতে আপনি যদি পাকিস্তান যান তবে তো গ্রেপ্তার করা হতে পারে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, হ্যাঁ, এমনটিই হত।

পাকিস্তানে মোল্লাদের প্রভাব রয়েছে। মুশার্‌রফ যখন সদর ছিলেন, তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সম্মিলিতভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আহমদীরা পাকিস্তানী নাগরিক হিসেবে ভোটদান করতে পারবে। এই সিদ্ধান্তে মোল্লাদের মধ্যে তুমুল তুলকালাম বাধে। অবশেষে মুশাররফ মোল্লাদের সামনে নতি স্বীকার করে নেয়।

সেখানে সরকারে যে-ই আসুক, মোল্লাদের চাপে থাকে। এখন ইমরান খানের সরকারও মোল্লাদের কাছে আত্মসমর্পন করেছে। প্রোফেসার আতিফ মিঞা-যিনি আমেরিকার এক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, তাঁকে ইমরান খান সরকারের আর্থিক উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে রেখেছিলেন। মোল্লারা হৈ-চৈ বাধিয়ে দেয়। এ তো আহমদী, একে বের কর। কাজেই সরকার তাকে বার করে দেয় এবং বলে আপনি পদত্যাগ করুন, আমরা মোল্লাদের সঙ্গে পেরে উঠব না।

সাক্ষাতপর্বের শেষে কংগ্রেসম্যান বলেন, 'পৃথিবী থেকে উগ্রবাদের অবসান এবং আমেরিকার শান্তির জন্য আপনি দোয়া করুন।' তিনি আবেদন করেন, হুযুর যেন এখনই আমাদের জন্য দোয়া করেন। হুযুর আনোয়ার দোয়া করেন, পৃথিবী থেকে যেন উগ্রবাদের চিহ্ন মুছে যায় আর চিরস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

কংগ্রেসম্যান বলেন, আজ শুধু মুসলিম জাতিরই নয়, বরং সমগ্র বিশ্বের এই বাণীর প্রয়োজন রয়েছে।

বায়তুস সামী মসজিদের স্মারক লিপির অনাবরণ

সাক্ষাত অনুষ্ঠানের পর হুযুর আনোয়ার মসজিদের বাইরের দিকে আসেন যেখানে দেওয়ালে খোদিত একটি স্মারকলিপির অনাবারণ করেন এবং দোয়া করেন। স্মারকলিপিটি নিম্নরূপ ছিল-

" ১৯৯৮ সালের ৩০ শে জুন, মঙ্গলবার হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) এই মসজিদের গোড়াপত্তন করেন। ২০০৪ সালে ২রা এপ্রিল, শুক্রবার মসজিদটির উদ্বোধন করেন আমেরিকার সাবেক আমীর ডক্টর আহসানুল্লাহ্ যাফর সাহেব। উক্ত অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) এই বার্তা প্রেরণ করেছিলেন-

" আলহামদো লিল্লাহ জামাত আহমদীয়া হিউস্টন একটি নয়নভিরাম মসজিদ নির্মাণ করার তৌফিক পেয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা এই মসজিদকে তাদের জন্য আশিসমণ্ডিত করুন এবং এর জন্য আর্থিক ত্যাগস্বীকারকারী প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে উত্তম প্রতিদান দিন এবং তাদের প্রাণ ও সম্পদে আশিস দান করুন। অনুরূপভাবে এই এলাকা এবং শহর এবং জামাত আহমদীয়ার সদস্যদেরকে আল্লাহ্ তা'লা যেন মসজিদের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল আশিস ও কল্যাণের অংশীদার করেন।

মসজিদ নির্মাণের প্রকৃত উদ্দেশ্যই হল খোদার বান্দারা যেন এক-অদ্বিতীয় খোদার ইবাদতের জন্য একত্রিত হয়। বস্তুত, মসজিদের সৌন্দর্য নামাযীদের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাই আপনাদের আসল কাজ এখন থেকে আরম্ভ হল। এখন আপনাদেরকে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতকারী বান্দাদের নিয়ে এই মসজিদকে পূর্ণ রাখতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সকলকেই একনিষ্ঠ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন আর মসজিদটি এমনই নামাযীতে পরিপূর্ণ থাকুক। "

আজ ২১ শে অক্টোবর, রবিবার,হযরত মির্যা মসরূর আহমদ সাহেব খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর প্রথম ঐতিহাসিক সফরের স্মারক হিসেবে এটি স্থাপন করা হচ্ছে।"

হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে দুইজন বিশিষ্ট অধ্যাপকের সাক্ষাত

প্রফেসর ক্রেগ কন্সিডাইন একজন স্বনামধন্য সমাজবিদ যিনি যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসে রাইস বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। অন্যজন ছিলেন প্রফেসর ইমরান আল বাদাবী, যিনি মধ্য-প্রাচ্যের ভাষা-সংস্কৃতিএবং আরবি বিশারদ হিসেবে পরিচিত। এই দুইজন হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আসেন। সাক্ষাতের শুরুতে উভয়ে নিজেদের পরিচয় জ্ঞাপন করে। প্রফেসর আল বাদাবী স্বরচিত পুস্তক (The Quran and the Aramaic Gospel Traditions) হুযুর আনোয়ারের নিকট উপস্থাপন করেন। হুযুর আনোয়ার তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

প্রফেসর সাহেব তাঁর নিজের সাম্প্রতিক প্রকল্প সম্পর্কে বলেন, যার বিষয় বস্তু ছিল কুরআন এবং সমাজ ব্যবস্থা। তিনি একটি সম্মেলনের কথা উল্লেখ করেন যার আয়োজন ছিলেন তিনি স্বয়ং। উক্ত অনুষ্ঠানে পাকিস্তান থেকে এডভকেট মুজিবুর রহমান সাহেব অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন, জামাত আহমদীয়া দ্বারা উপস্থাপিত কুরআনের ব্যখ্যা বাস্তবসম্মত। তিনি জামাতের এই কাজটিকে অত্যন্ত সমীহ করেন।

হুযুর আনোয়ার প্রফেসর বাদাবী সাহেবের কাছ থেকে জানতে চান যে, তিনি কি হযরত মুসনলহ মওউদ (রা.) রচিত 'দিবাচা তফসীরুল কুরআন' (কুরআন অধ্যায়নের বিষয়ে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি) অধ্যায়ন করেছেন? ভদ্রলোক জানান, তিনি বইটি পড়েন নি। হুযুর বলেন, প্রফেসর সাহেবকে এই বইটি দেওয়া হোক। তাঁকে বইটি দেওয়া হয়। তিনি হুযুরকে ধন্যবাদ জানান।

হুযুর বলেন, 'দিবাচা তফসীরুল কুরআন-এর প্রথম অংশে ধর্মসমূহের মধ্যে তুলনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে নবী করীম (সা.)-এর জীবনী বর্ণিত হয়েছে।

এরপর প্রফেসর কন্সিডাইন সাহেব নিজের পুস্তকের জন্য শিক্ষামূলক কাজকর্মের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বইটি ডাবলিন (আয়ারল্যাণ্ড) এবং বস্টন (আমেরিকা)এ বসবাসরত মুসলমান যুবকদের চিন্তাধারা এবং স্বভাব সম্পর্কে।

হুযুর প্রফেসর সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি মুসলমান যুবতীদেরকে কেন এর অন্তর্ভুক্ত করেন নি? এর উত্তরে প্রফেসর সাহেব বলেন, যুবতীদের সাক্ষাতকার নেওয়ার সময় সামাজিক বাধার সম্মুখীন হতে হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন, মুসলমান যুবতীদের বাদ দিয়ে কোনও গবেষণা সম্পূর্ণ হতে পারে না। হুযুর আনোয়ার প্রফেসর সাহেবকে পরামর্শ দেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সফর করার। যেমন আফ্রিকা, এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া। তিনি আহমদী মুসলমান যুবতীদের দিয়ে এই কাজ শুরু করতে পারেন। আঁ হযরত (সা.) বলেছিলেন, ধর্মের অর্ধাংশ আয়েশার কাছ থেকে শেখ। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে একজন মুসলমান নারী ধর্মীয় শিক্ষা সম্পর্কে অবগত, ধর্মীয় শিক্ষায় সে পারঙ্গত। ইসলামে নারীর বিরাট ভূমিকা ও মর্যাদা রয়েছে। আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, মায়ের পায়ের নীচে জান্নাত রয়েছে।"

আমি আপনার আগামী পুস্তিকা 'ইসলামে নারীর মর্যাদা'- এর বিষয়ে দেখতে চাই। আপনি আহমদী মুসলিম মহিলার সাক্ষাতকার পাকিস্তানে নিলে বুঝতে পারবেন।

প্রফেসার সাহেব হুযুর আনোয়ারকে পথপ্রদর্শনের জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন,এখন আমি আমার পরবর্তী পুস্তকের জন্য দিক-নির্দেশনা পেয়ে গেছি।

একথারও উল্লেখ হয় যে, হুযুর আনোয়ার যুক্তর্জ্যের শান্তি সম্মেলনে নিজের ভাষণে প্রফেসর কন্সিডাইন-এর উদ্ধৃতি উপস্থাপন করেছিলেন। যা শুনে হুযুর আনোয়ার বলেন, পরে আমি প্রফেসর সাহেবের একটি টুইটও পড়েছিলাম যেখানে তিনি উদ্ধৃতি দেওয়ার কথা জানিয়েছিলেন।

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 4 Thursday, 3 Oct , 2019 Issue No.40

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

একথা শুনে প্রফেসর সাহেব বলেন, "এত মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী তাঁকে উদ্ধৃত করেছেন জেনে আমি ভীষণভাবে আনন্দিত হয়েছিলাম।

প্রফেসর আলবাদাবী সাহেবের কাছে হুযুর আনোয়ার জানতে চান যে, তাঁর পরিবার কোথাকার মূল নিবাসী। এর উত্তরে তিনি বলেন, তাঁর পিতা মালয়েশিয়ান আর মা মিশরীয়। হুযুর আনোয়ার বলেন, এই পৃষ্ঠভুমির কারণে আপনার তো আরবী ভাষায় পারদর্শী হওয়া উচিত। প্রফেসর সাহেব জানান, মূলত তিনি আরবীতে দক্ষ, এমনকি তিনি আরবী সাহিত্য এবং ভাষা সম্পর্কে শিক্ষা দানও করতেন।

হুযুর আনোয়ার অধ্যাপকদ্বয়কে যুক্তরাজ্যের জলসা সালানায় আমন্ত্রণ জানিয়ে বলেন, " সেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রায় চল্লিশ হাজার মানুষ আসেন। এবছর ২০১৯ সালের আগস্টের প্রথম সপ্তাহেই জলসার আয়োজন হবে।

প্রফেসর কন্সিডাইন সাহেব বলেন, হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে আমি সেই বক্তৃতাটি শুনছিলাম যা তিনি যুক্তরাজ্যের হিউম্যানিটি ফার্স্ট সংগঠনের একটি অনুষ্ঠানে প্রদান করেছিলেন। সেই ভাষণে তিনি একটি হাদীস উপস্থাপন করেন যেখানে আল্লাহ তা'লা বলছেন, ' আমি ক্ষুধার্ত, পিপাসার্ত ও বস্ত্রহীন ছিলাম। তুমি আমাকে খাদ্য, পানীয় ও বস্ত্র দাও নি।" প্রফেসর সাহেব বলেন, আমার অনেকে আহমদী বন্ধু আছেন যাদের সঙ্গে আমার বিশেষ সখ্যতা রয়েছে।

প্রফেসর আলবাদাবী সাহেব বলেন, 'আমি নিজের বক্তৃতাদিতে জিহাদ সম্পর্কে জামাত আহমদীয়ার মতবাদ উপস্থাপন করে থাকেন।

একথা শুনে হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনারা যদি মদীনার শাসনপদ্ধতি অনুসরণ করেন, তবে এক শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়ে তুলতে পারবেন। অধুনা ইসলামিক জগত মোটেই সেই নীতি বাস্তবায়িত করছে না, কিন্তু এটিই ছিল মানবাধিকারের পক্ষে প্রথম আইন, যা অনুশীলন করলে সমাজ শান্তির আবাস হয়ে উঠতে পারে।

সাম্প্রতিক উদাহরণ হিসেবে বলা যায় পাকিস্তানের ইমরান খানের কথা, যিনি বলেছিলেন মদিনার শাসনপদ্ধতি অনুসরণ করবেন, কিন্তু পারলেন না। আঁ হযরত (সা.) তাঁর জীবনের অন্তিম হজ্জের সময় যে খুতবা প্রদান করেছিলেন সেটিই মানবাধিকারের নীতিমালা। এই নীতিমালা অনুসৃত হলে কোনও ভেদাভেদ থাকবে না, কোনও জাতির অধিকারহরণ হবে না কারো প্রতি অন্যায় হবে না।

"মদীনার শাসনব্যবস্থা এবং বিদায় হজ্জের খুতবা-এইদুটি প্রকৃত ইসলাম এবং ইসলামী শিক্ষার মানদণ্ড।

হুযুর আনোয়ার বলেন, "মদীনার রাজশাসনপত্রে শাসনব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে, অপরদিকে বিদায় হজ্জের খুতবায় মানবীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা এবং মানবাধিকারকে যথাযথ মর্যাদা দেওয়ার পাঠ রয়েছে।

সবশেষে প্রফেসর আলবাদাবী সাহেব বলেন, বিভিন্ন নেতাদেরকে আহ্বায়ক হিসেবে প্রসিদ্ধ রাইস ইউনিভার্সিটির বিকার প্রতিষ্ঠানে বক্তব্য দানের জন্য আমি হুযুর আনোয়ারকে আমন্ত্রণ জানাতে চাই। যা শুনে হুযুর আনোয়ার বলেন, "হয়তো আগামী কোনও সফরে কর্মসূচীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এটা সম্ভব হবে।

হুযুর আনোয়া প্রফেসর কন্সিডাইন সাহেবের কাছে জানতে চান তিনি কি ক্যাথলিক মতের অনুসারী? প্রফেসর সাহেব উত্তর দেন, 'আমি নিজস্ব ধর্ম মেনে চলি।" এর কারণ, ভদ্রলোক আইরিশ বংশোদ্ভূত। হুযুর আনোয়ার বলেন, "ধর্মমত মান্যকারী ব্যক্তিই শ্রেয়, ধর্ম যাই হোক না কেন।"

ওয়াকফাতে নওদের সঙ্গে হুযুরের ক্লাস অনুষ্ঠানের সূচনা হয় কুরআন করীমের তিলাওয়াতের মাধ্যমে। এরপর হাদীস উপস্থাপন করা হয়। পরে তাদের বিভিন্ন উপস্থাপনার পর হুযুর আনোয়ারকে প্রশ্নন করার অনুমতি দেওয়া হয়। পাঠকবর্গের জন্য সেই প্রশ্নোত্তর সভার ধারাবিবরণী তুলে ধরা হল।

প্রশ্ন: আমার পিতার ইচ্ছে, আমি ডাক্তারি পড়ি। এই জন্য আমি বায়ো মেডিকেল পড়ছি। কিন্ত আমি উকিল হওয়ার স্বপ্ন দেখি। এমতাবস্থায় আমার জন্য করণীয় কি?

হুযুর আনোয়ার: মেডিক্যাল পড়ার শখ জাগাও। কেননা আমাদের ডাক্তারের প্রয়োজন, উকিলের নয়। আপনার পিতা ঠিকই বলছেন।

প্রশ্ন: আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কোনটি? যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি পুঁজিবাদ নির্ভর নাকি সাম্যবাদ?

হুযুর আনোয়ার: সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হল ইসলামিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এরজন্য হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) রচিত 'ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা' পড়ুন। এই পুস্তিকা থেকে আপনি বিস্তারিত তথ্য জানতে পারবেন। এটিকে দুটি বাক্যে, কিম্বা চার মিনিটে বলে শেষ করা যাবে না। ইসলামী ব্যবস্থাপনা না পুঁজিবাদ, না সাম্যবাদ। বরং এর মূল নীতি হল, প্রত্যেকের চাহিদা পূর্ণ করা। এরজন্য যাকাত রয়েছে, অন্যান্য কর রয়েছে। বাকি বিস্তারিত বিবরণের জন্য বইটি পড়ুন।

* রাবোয়ার পোর্টল্যাণ্ড জামাতের এক সদস্যা হুযুর আনোয়ারের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বায়তুল ফুতুহ মসজিদের জন্য কিছু গয়না দিতে চায়। তার ইচ্ছে ছিল হুযুর আনোয়ারের কাছে সেগুলি উপস্থাপন করার। হুযুর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করেন, 'রসীদ পাঠানোর জন্য নাম ঠিকানা লিখে দিয়েছ কি? মেয়েটি উত্তর দেয়, সে নাম ঠিকানা লিখে দিয়েছে।

প্রশ্ন: হুযুর আনোয়ার ওয়াকফে নওদেরকে উর্দু শেখার আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু এখানে সমস্ত বৈঠক ও ইজতেমাগুলি ইংরেজিতেই হয়ে থাকে।

হুযুর আনোয়ার: ইংল্যান্ডেও এমনটি হত, কিন্তু এখন আমরা এই ব্যবস্থা আরম্ভ করেছি যে অনুষ্ঠানের জন্য সত্তর শতাংশ ইংরেজি এবং ত্রিশ শতাংশ উর্দু ব্যবহৃত হতে হবে। পূর্বে এটি এজন্য হত যে সংখ্যগরিষ্ঠ মানুষই ইংরেজি বুঝত, আর উর্দু বোঝার মত মানুষের সংখ্যা নগণ্য ছিল। কিন্তু এখন এখানে বিরাট সংখ্যক অভিবাসীরা এসেছে। তাই এখানেও এমনটি করা যেতে পারে। যতদিন পর্যন্ত না তারা সঠিকভাবে ইংরেজি শিখতে পারছে, তাদের জন্য এই সুবিধাটি থাকাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু আর যাইহোক একজন ওয়াকফা নওকে অবশ্যই উর্দুতে স্বচ্ছন্দ হতে হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: মাশাআল্লাহ্! যেভাবে তোমরা সব ওয়াকফাতে নও আমার সামনে স্কার্ফ পরিহিতা অবস্থায় বসে আছ, তোমরা সকলেই অন্যদের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। অনুরূপভাবে তোমাদের চরিত্র, নামায, কথাবার্তা ও পরিধানও নমুনা হওয়া উচিত। তোমাদের পরিধানে লজ্জাশীলতা থাকা চায়, স্কার্ফ থাকা চায়। কেবল বুলি আওড়ে, নারাধ্বনি দিয়ে বা তারানা গেয়ে কোন লাভ নেই। ওয়াকফাতে নওদের ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে হবে।

প্রশ্ন: কোনও ব্যক্তি যদি অসৎ কাজ করে, যেমন- ব্যাঙ্ক ডাকাতি করে। কিন্তু পরে তার মধ্যে পবিত্র পরিবর্তন আসে, তবে সে কি জান্নাতে যেতে পারবে?

হুযুর আনোয়ার: শেষ সিদ্ধান্ত তো আল্লাহ্‌র হাতেই। তিনিই জানেন কে কোথায় যাবে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা বলেন, কেউ যদি নিজেকে পরিবর্তন করে, পাপ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় আর আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ পালন করে, তবে আল্লাহ্ তা'লা তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবেন।

প্রশ্ন: সাধারণত পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে পর্দা থাকে। কিন্তু হজ্জের সময় মহিলা ও পুরুষদের মাঝে পর্দা না থাকার মধ্যে রহস্য কি?

উত্তর হুযুর আনোয়ার বলেন: হজ্জ এমন এক ইবাদত যা পূর্ণ একাগ্রতা, মনোনিবেশ এবং বিলীনতা দাবি করে। অন্ততপক্ষে এটিই তো আল্লাহ্‌র অভিপ্রায়। পুরুষ যেন মহিলাদের প্রতি দৃষ্টি না দেয়,আর মহিলারাও যেন পুরুষদের প্রতি দৃষ্টি না দেয়। তাই এটি একটি কারণ হতে পারে, কিন্তু বর্তমানকালে যারা হজ্জে যায়, তাদের তো কোনও ঈমানই নেই। জানি না তাদের হজ্জ কবুল হয় কি না। (ক্রমশ..)

যুগ ইমামের বাণী

কুরআন করীমের শিক্ষার উপর আমল করেই তাকওয়া সৃষ্টি হওয়া এবং ব্যবহারিক সৌন্দর্য বিকশিত হওয়া সম্ভব।

মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৬৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Abdus Salam, Nararvita (Assam)**

যুগ খলীফার বাণী

খিলাফত ব্যবস্থাপনা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিধান ও ব্যবস্থাপনারই একটি অঙ্গ।

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত ২৪ শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: **Golam Kibria and Family, Jamat Ahmadiyya Santoshpur**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir